RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বর্ষ: ২৬, সংখ্যা: ২১, কোচবিহার, শুক্রবার, ২১ অক্টোবর -৩ নভেম্বর, ২০২২, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮ Vol: 26, Issue: 21, Cooch Behar, Friday, 21 October - 3 November, 2022, Pages: 8, **Rs. 3**

কার্নিভালের সেরা পুজো কমিটির হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হল

পার্থ নিয়োগীঃ গত ১০ অক্টোবর কোচবিহার ল্যান্সডাউন হলে জেলা প্রশাসনের বিচারে কার্নিভালে অংশ নেওয়া বিভিন্নক্ষেত্রের সেরা পুজা কমিটির হাতে পুরষ্কার তুলে দেওয়া হল। কার্নিভালে অংশ নেওয়া ৩০ টি পুজা কমিটির মধ্যে থেকে ৬ টি পুজা কমিটিকে বেছে নেওয়া হয়। প্রশাসনের বিচারে কার্নিভালে প্রথম স্থান দখল করে কোচবিহার শহর সংলগ্ন ছাট গুড়িয়াহাটি নেতাজি স্কোয়ার। দ্বিতীয় হয় মাথাভাঙ্গার গোসাইয়েরহাট মিলন সংঘ। তৃতীয় স্থান অর্জন করে কোচবিহার শহরের শান্তিকুটির ক্লাব। একইসাথে কার্নিভালের সেরা ট্যাবলোর শিরোপা পায় পুলিশলাইন আরক্ষাবাহিনীর পরিবারবর্গের উৎসব কমিটি। সেরা সাজপোশাকের শিরোপা পেয়েছে বুড়িরপাট ক্লাব। কোচবিহারের শক্তি সংঘ। সমাজ সচেতনতার শিরোপা পায় কোচবিহারের বটতলা ক্লাব। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার পুরসভার পৌরপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, জেলাশাসক পবন কাদিয়ান, পুলিশ সুপার সুমিত কুমার, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের সহ সভাপতি বিনয়কৃষ্ণ বর্মন।

কার্নিভালে মাতল কোচবিহার

পার্থ নিয়োগী: গত ৭ অক্টোবর কোচবিহার বিশ্বসিংহ রোডে অনুষ্ঠিত হলো পুজো কার্নিভাল। এই উপলক্ষে সাধারণ মানুষের মধ্যে উন্মাদনা ছিল বেশভালই। কোচবিহারে কার্নিভালে মোট ৩০ টি পূজো কমিটি অংশ নেয়। বিশ্ব সিংহ রোডের কোচবিহারের এই কার্নিভালে কোচবিহার সদরের পাশাপাশি তুফানগঞ্জ ও মাথাভাঙ্গা মহকুমার বেশকয়টি পূজা কমিটি অংশ নিয়েছিল। জেলাশাসক পবন কাদিয়ান মা দুর্গার ছবিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে এই কার্নিভালের সূচনা করেন। উপস্থিত ছিলেন তিনি ছাড়াও পুলিশ সুপার সুমিত কুমার, কোচবিহার পৌরসভার পৌরপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, জেলা পরিষদের স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ শুচিস্মিতা দেব শর্মা,জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক, বিধায়ক জগদীশ বর্মা বসুনিয়া প্রমুখ। এরপর মাল বাজারে দশমীর রাতে হড়পা বানে নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। প্রথমে কোচবিহার জেলা পুলিশের উদ্যোগে সেভ ড্রাইভ সেভ লাইফ নিয়ে সুন্দর একটি সচেতনতা মূলক ট্যাবলো প্রদর্শিত হয়। এর সাথে স্বাস্থ্যসাথী সহ রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্প নিয়ে সুন্দর সব ট্যাবলো প্রদর্শীত হয়। বৈরাতি নৃত্য, রাভা নৃত্য, বিভিন্ন আধুনিক গানের মধ্যে দিয়ে কার্নিভাল হয়ে ওঠে বর্ণময়। বিভিন্ন রকমের অসাধারণ সব ট্যাবলো নিয়ে অনুষ্ঠানে অংশ নেয় কোচবিহার নাট্য সংঘ,নিউটাউন ইউনিট, ভেনাস স্কোয়ার, গুরিয়াহাটি ক্লাব,দক্ষিণ খাগড়াবাড়ি ক্লাব, বিশ্বসিংহ রোড সর্বজনীন দুর্গোৎসব এর মতো পুজো কমিটি। এই কার্নিভালকে ঘিরে মানুষের উন্মাদনা ছিল চোখে পড়ার মতো। ভিড় সামলাতে পুলিশকে হিমশিম হতে হয়। পথে নেমে দায়িত্ব খুব সুন্দর ভাবে সামলান কোচবিহার কোতোয়ালি থানার আইসি অমিতাভ দাস। কার্নিভালের ফলে দ্বাদশীর দিনেও পূজার দিনগুলির আমেজ ফিরে পেল কোচবিহারের মানুষ।

১৮ ভূজা বিশিষ্ট দেবী মহালক্ষ্মী

মালদাঃ ১৮ ভূজা বিশিষ্ট দেবী মহালক্ষ্মী। কোজাগরী লক্ষ্মী পূর্ণিমা তিথিতে পূজিত হন দেবী। কিন্তু এই দেবী একই দিনে দুই রূপে পূজিত হয়ে আসছেন ২০ বছর ধরে। সকালে মহা লক্ষ্মীরূপে এবং রাতে কোজাগরী লক্ষ্মীরূপে। মালদহের বামনগোলা ব্লকের গাংগুরিয়া সারদা তীর্থ আশ্রমে পূজিত হয়ে আসছেন এই মহালক্ষ্মী। স্বামী গ্রীয়াকানন্দ জি মহারাজ ১৯৯৮ সালে এই আশ্রমটির প্রতিষ্ঠা করেন। ২০০০ সাল থেকে তিনি ১৮ হাত বিশিষ্ট মহালক্ষ্মী পুজোর সূচনা করেন। তবে দেবী এখানে, সকালে এক রূপে, ও রাতে একরূপে পূজিত হয়ে আসছে সেই থেকেই। এই পুজো দেখার জন্য বিভিন্ন দূর-দূরান্ত থেকে ভক্তদের ঢল নামে। আজ কোজাগরী লক্ষ্মী পূর্ণিমা। এই পূর্ণিমার তিথিতে দেবীর সকালে মহালক্ষ্মী রূপে পূজিত হয়েছে এবং রাতে কোজাগরের রক্ষী রূপে তিনি পূজিত হবেন। এই পুজো গোটা পশ্চিমবাংলার মধ্যে একমাত্র মালদহের বামন গোলা ব্লকের গাংগুরিয়া আশ্রমী হয়ে থাকে।

বড় ঘোষণা উত্তরবঙ্গে, চাকরি দিলেন উদ্ধারকারীদের

নিউজ ডেস্ক: পূর্বেই ঘোষণা অনুযায়ী উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হড়পা বানে মৃতদের পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তাদের সঙ্গে দেখা করে তিনি বললেন যে, মালবাজার-কাণ্ডের তদন্ত প্রয়োজন। একই সঙ্গে তিনি মানিক সহ অনেককে ধন্যবাদ জানিয়েছেন যারা সেদিন সাধারণ মানুষের সাহায্যার্থে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল।

তবে বিষয়টি শুধু ধন্যবাদজ্ঞাপনে সীমাবদ্ধ নেই। মাল নদীতে হরপা বানের বিপর্যয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে যারা অন্যের প্রাণ বাঁচিয়েছেন এমনই সাতজন যুবক–যুবতীকে সরকারি চাকরি দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মালবাজারে প্রশাসনিক বৈঠকের মঞ্চে তাঁদের ডেকে এই কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন এই প্রশাসনিক বৈঠকের মঞ্চে উদ্ধারকারীদের ডেকে তাদের সরকারি চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

একই সঙ্গে ১ লক্ষ টাকা করে আর্থিক পুরস্কার এবং প্রশংসাপত্রও তুলে দেওয়া হয়েছে তাদের হাতে। জানা গিয়েছে, ৬ জনকে সিভিক ভলান্টিয়ার বিভাগে নিয়োগ করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণায় তারা ভীষণ আপ্লুত এমনটা জানিয়েছেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই সরকারি চাকরি দেওয়ার সিদ্ধান্ত পঞ্চায়েত ভোটের আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাস্টারস্ট্রোক।

আলতাফ মিয়ার পাশে থাকার আশ্বাস দিলেন রবীন্দ্রনাথ ঘোষ

কোচবিহার: বংশ পরম্পরায় কোচবিহার মদনমোহন মন্দির এর রাস উৎসবের রাস চক্র তৈরি করে আসছেন কোচবিহারের হরিণ চোরা এলাকার বাসিন্দা আলতাফ মিয়া। বার্ধক্য জনিত কারণে বর্তমানে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত তিনি। যার ফলে আর্থিক অনটনে দিন কাটাচ্ছেন আলতাফ মিয়া। আজ আলতাফ মিয়ার বাড়িতে গিয়ে আলতাফ মিয়ার সঙ্গে দেখা করলেন কোচবিহার পৌরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। আলতাফ মিয়ার সঙ্গে দেখা করার পাশাপাশি আলতাফ মিয়ার পরিবারের হাতে খাদ্য সামগ্রী তুলে দেন কোচবিহার পৌরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। একইসঙ্গে তার পাশে থাকার আশ্বাস দেন তিনি।

গোষ্ঠী কোন্দলের জেরে নির্বাচনী সভাকক্ষের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকলেন অভিজিৎ দে ভৌমিক

কোচবিহার: গোষ্ঠী কোন্দলের জেরে দলের হুইপ কার্যকরী করতে কোচবিহার ১ নম্বর ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নির্বাচনের তলবী সভার সভাকক্ষের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকলেন কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। উল্লেখ্য গত ১৮ই সেপ্টেম্বর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় কোচবিহার ১ নম্বর ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি চন্দ্রকান্ত রায়ের। সেই জায়গায় কোচবিহার এক নম্বর ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির নতুন সভাপতি নির্বাচকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছিল তৃণমূলের মধ্যেই গোষ্ঠী কোন্দল।পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হিসেবে উঠে আসে চারজনের নাম। সেই জায়গায় দলের পক্ষ থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক অনিরুদ্ধ বর্মনের নাম প্রস্তাব করে। কিন্তু দলের একাংশ সেই প্রস্তাবে রাজি না থাকায় শুরু হয় দলের মধ্যে অন্তর কলহ। অবশেষে আজ কোচবিহার এক নম্বর ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির অফিসে তলবী সভায় জেলা সভাপতির প্রস্তাবিত সদস্যকে অঞ্চল সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত করতে পঞ্চায়েত সমিতির অফিসে উপস্থিত হয়ে তলবী সভা কক্ষের বাইরে বসে থাকেতে হলো জেলা সভাপতি কে। কোচবিহার ১ নম্বর ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি আজিজুল হক এর অভিযোগ দল পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা না করে তৃণমূলের প্রবীণ নেতা আব্দুল জলিল আহমেদ কে দিয়ে অনিরুদ্ধ বর্মনের নাম প্রস্তাব করার জন্য হুইপ জারি করেন। সামনে পঞ্চায়েত নির্বাচন সেই কথা মাথায় রেখে দলের এই হুইপ মেনে নেওয়া হয়েছে। দল যদি আলোচনার মাধ্যমে কারো নাম প্রস্তাব করতো তাহলে ভালো হতো। তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক তলবী সভার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শভাকক্ষের বাইরে বসে থাকলেও বিষয়টি তিনি অস্বীকার করেন। অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেন, দলের মধ্যে কোন গোষ্ঠী কোন্দল নেই। নিয়ম অনুযায়ী একজনের নাম প্রস্তাব হয়েছে এবং তাকে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নির্বাচিত করা হয়েছে। অনিরুদ্ধ বর্মন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। কোচবিহার ১ নম্বর ব্লকের ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক নৃপেন বিশ্বাস বলেন, কোচবিহার ১ নম্বর ব্লকের ৪৫ জন পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যর মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়েছে। আজ তলবী সভায় ৪২ জন সদস্য উপস্থিত হয়েছে। সেখানে অনিরুদ্ধ বর্মনের নাম প্রস্তাব করা হয়েছিল। অনিরুদ্ধ বর্মন সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন।

আত্মহত্যার হুমকি দিয়ে রাজ্য সরকারের চালু করা সুবিধা ভেহিকেল সিস্টেম বাতিলের দাবিতে চ্যাংরাবান্ধা সীমান্তে সরব ট্রাক মালিকরা

কোচবিহার: ১৪ অক্টোবর:ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে বৈদেশিক বাণিজ্যের স্থলবন্দরে রাজ্য সরকার সুবিধা ভেহিকেল ফেসিলিয়েশন সিস্টেম চালু করেছে। কোচবিহারের চ্যাংরাবান্ধা বানিজ্য কেন্দ্রে সেই সিস্টেম চালু হয় গত ২৬ সেপ্টেম্বর। এবার রাজ্য সরকারের চালু করা সেই নুতুন সিস্টেমের বিরোধিতা করে বাতিলের দাবিতে সোচ্চার হলেন কোচবিহার জেলার চ্যাংরাবান্ধা সীমান্তের ট্রাক মালিকরা। ট্রাক মালিকদের তরফে অভিযোগ, নতুন এই সিস্টেমে তাঁদের চরম বিপাকে পড়তে হবে। যে ব্যাবসায়ীরা পন্য বাংলাদেশে পাঠাবেন তারা নিজেদের গাড়ি বা পছন্দমত গাড়ী দেশের যে কোন এলাকা থেকে নিয়ে আসবেন, এতে স্থানীয় ট্রাক মালিক যারা রয়েছেন তাদের গাড়ি নেওয়া হবে না। এতে তাদের চরম বিপদে পড়তে হবে। তাঁদের দাবি, পূর্বের নিয়মে এখানে বাণিজ্য করতে দিতে হবে।

রাজ্য সরকার গত ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে এই স্থলবন্দরে 'সুবিধা পোর্টাল' চালু করে। চ্যাংরাবান্ধা ট্রাক মালিক সমিতির ৭ হাজার স ট্রাক রয়েছে। মূলত বাংলাদেশে পণ্য পরিবহণের ওপর ভরসা করে চ্যাংরাবান্ধা সহ সংলগ্ন এলাকার বহু মানুষ ট্রাক ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। অনেকে জমি, সম্পত্তি বিক্রি করেও ট্রাক কিনে ভাড়া খাটিয়ে আয় করার চেষ্টা করছেন। এই অবস্থায় সরকারের নতুন সিস্টেমে স্থানীয় ট্রাকের আগের মতো ভাড়া হওয়ার সম্ভাবনা নেই বলেই তাঁদের আশঙ্কা করছেন তারা। এমনটা হলে বহু মানুষের রোজগার বন্ধ হয়ে যাবে। শুক্রবার , নিজে দের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে এদিন চ্যাংরাবান্ধা হাইস্কুল ময়দানে স্থানীয় ট্রাক মালিক সমিতির তরফে একটি আলোচনাসভা ডাকা হয়েছিল। উপস্থিত ছিলেন সমিতির সম্পাদক আব্দুল সামাদ, সভাপতি মজিদ ইসলাম, রাজ্য সরকারের সুবিধা ভেহিকেল ফেসিলিয়েশন সিস্টেমের বিরুদ্ধে এদিন ট্রাক মালিকরা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। একটি দাবী জানিয়ে একটি বিক্ষোভ মিছিল চ্যাংরাবান্ধা বানিজ্য কেন্দ্রে করা হয় । তাঁদের দাবি পুরণ না হলে বৃহত্তর অন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। চ্যাংরাবান্ধা ট্রাক মালিক সমিতির সম্পাদক আব্দুল সামাদ জনিয়েছেন, নতুন যে সিস্টেম চালু হয়েছে তাতে এই এলাকার ট্রাক মালিকদের পথে বসতে হবে। ট্রাক মালিক মৃদুল সাহা জনিয়েছেন তাঁরা দাবির কথা মুখ্যমন্ত্রীকে জানাবেন। তাঁরা চান, পুরোনো নিয়মে ট্রাকগুলি চলুক। নুতুন নিয়ম বাতিল করা হউক, তা না হলে আমাদেরকে আত্মহত্যা করতে হবে।

ইউনেস্কোর সম্মানকে স্মরণীয় করে রাখতে পর্বত ভ্রমন

নিউজ ডেস্ক: বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজা। আর সেই দুর্গাপূজার ইউনেস্কোর হেরিটেজ স্বীকৃতি পাওয়াকে স্মরণীয় করে রাখতে শিলিগুড়ির নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্লোরারস ক্লাবের (North Bengal Explorers Club) ৮ জন সদস্যের পর্বতারোহী একটি দল গত ১ অক্টোবর ২০২২ বিকেলে শিলিগুড়ি থেকে নেপালের মাউন্ট অন্নপূর্ণা বেস ক্যাম্পের (৪১৩০ মিটার) উদ্দেশ্যে রওনা হয়।

দলের সদস্যরা ছিলেন শঙ্কু বিশ্বাস (দলপতি), শুভজিৎ ভদ্র, মাম্পী সরকার (বিশ্বাস), রণবীর সরকার, শুভেন্দু ভট্টাচার্য, অভিজ্যোতি পাল, রাজীব বসাক, শাশ্বতী পাল।

প্রথম দিকে আবহাওয়া অনুকূল থাকলেও তিন নম্বর দিন থেকে নেমে আসে নানান দুর্যোগ। ঝড় বৃষ্টি এর মধ্যে দিয়ে যদিও বা এগিয়ে যাওয়া যাচ্ছিল, কিন্তু ওপরে কিছু glaciar বিস্ফোরণ হওয়ায় কিছু নদী ও ঝোরা পার করা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। প্রচুর দেশের নানান পর্বতারোহী দল মাচাপুচুরে বেস ক্যাম্পের আগের থেকেই অভিযান বাতিল করে নিচে নেমে গেলেও, শিলিগুড়ির এই কয়েকজন যুবক যুবতীর মনোবল হারায়নি। সমস্ত দুর্যোগ মাথায় নিয়ে ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ঝড়ো হাওয়া, বৃষ্টি, ৩-৪ ফুট বরফের মধ্যে দিয়ে দলের সকল সদস্যই এগিয়ে চলে অন্নপূর্ণা বেস ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে। ৬ তারিখ বিকেল ৫:০০ টায় বেস ক্যাম্পে পৌঁছায়। ক্লাব সূত্রে জানা গিয়েছে দলের সকল সদস্য সুস্থ রয়েছেন ও তারা আগামী ১১ তারিখ সকাল ৯ টায় শিলিগুড়ি পৌঁছাবেন।

হ্যাস প্রজাতির অ্যাভোকাডো নিয়ে স্বপ্ন দেখছে কালিম্পংয়ের সাড়ে চারশো চাষি

নাগরাকাটাঃ লিলিয়াম, স্ট্রবেরির পর এবার অ্যাভোকাডো চাষ ঘিরে স্বপ্ন দেখছে কালিম্পং পাহাড়। ইতিমধ্যে জেলার হর্টিকালচার দপ্তর থেকে কালিম্পং-এর তিন ব্লক মিলিয়ে প্রায় সাড়ে চারশো চাষিকে ২৮,৫০০ অ্যাভোকাডোর চারা বিতরণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে পাহাড়ি জমিতে লাগানো সেই গাছ ধীরে ধীরে বাড়তেও শুরু করেছে। কালিম্পংয়ে কলম বা গ্রাফটিং করা যে প্রজাতির চারা দেওয়া হয়েছে তার নাম হ্যাস। এটি সবচেয়ে উন্নত প্রজাতির চারা যার ফলন বেশি হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে অ্যাভোকাডোর ঔষধি গুণ যথেষ্ট। তাই বাজারে দাম যেমন চড়া তেমনি চাহিদাও খুব বেশি। ফলে চাষিরা লাভের মুখ দেখবে বলেই মনে করছেন তারা।

উদ্যানপালন বিশেষজ্ঞদের মতে কালিম্পংয়ে আগে যে অল্প কিছু অ্যাভোকাডোর চাষ হত সেগুলি থেকে গাছ লাগানোর পর অন্তত ছয় বছর ফল মিলত। কিন্তু এই হ্যাস প্রজাতির তিন বছর পর থেকেই ফলন দেওয়া শুরু করবে। এছাড়া একবার পরিণত হয়ে গেলে বহুবর্ষজীবী এই গাছগুলি থেকে বছরে কয়েক কুইন্ট্যাল ফল মিলবে। বিশেষজ্ঞরা জানান, কর্ণাটক থেকে এই চারা আনা হয়েছে। রোপণ ও গাছের রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে হর্টিকালচার দপ্তরের পক্ষ থেকে চাষিদের বিশেষ প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়েছে।কালিম্পং জেলা আধিকারিক সঞ্জয় দত্ত আধিকারিক জানান, বর্তমানে লোলেতে যে ফলটি হয় তা কেনার কলকাতা থেকে সরাসরি পাইকাররা এখানে চলে আসেন। এই হ্যাস প্রজাতির গাছ ফল দেওয়া শুরু করলেই চাহিদাও দ্বিগুণ হারে বাড়বে। চাষিরা বলেন, বর্তমানে খোলা বাজারে কিলো প্রতি অ্যাভোকাডোর দাম ১৫০-২৫০ টাকা। বিদেশে এই ফল ভারতীয় মুদ্রায় বিকোয় ৫০০-৬০০ টাকা দরে।

সঞ্জয় দত্ত আরও বলেন, আগে কালিম্পংয়ে অল্প কিছু চাষ হত। তা ছিল ভীষণই সাধারণ মাণের। এবার বৃহত্তর আকারে অ্যাভোকাডোর চাষ শুরু হয়েছে। বছর তিনেক পর থেকেই পর থেকেই এই গাছ গুলি ফল দেওয়া শুরু হয়েছে। এই এক একটি গাছ অন্তত ৪০ বছর ফল দেবে। জিটিএ-এর পক্ষ থেকে কৃষির ক্ষেত্রে ওয়ান ভিলজ – ওয়ান ক্রপ নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। এর অর্থ হল পাহাড়ের প্রতিটি গ্রামকে আলাদা আলাদা ভাবে ফল-ফুলের চাষে পারদর্শী করে তোলা। যেমন- গরুবাথান ব্লকের তোদ-তাংদাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে লিলিয়াম ফুলের জন্য, কালিম্পং এক নম্বর ব্লকের সিন্দেবংকে চিহ্নিত করা হয়েছে স্ট্রবেরি চাষের জন্য। ঠিক তেমনি লাভা ব্লকের লোলে গ্রামপঞ্চায়েতকে এলাকাকে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে অ্যাভোকাডোর জন্য। ইতিমধ্যে সেখানে ৫,৬০০ চারা বিতরণ করা হয়েছে। লোলের পাশাপাশি কালিম্পং এক নম্বর এবং পেডং ব্লকের বেশ কয়েকটি এলাকাতেও অ্যাভোকাডো চাষের জন্য ঠিক করা হয়েছে। সঞ্জয় বাবু বলেন। সব মিলিয়ে প্রায় ২০০ হেক্টর জমিতে অ্যাভোকাডোর চাষ হবে।

মাল নদীতে হড়পার জেরে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত পাঁচ জেলায় কন্ট্রোল রুম

জলপাইগুড়িঃ মাল নদীর হড়পার মর্মান্তিক ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে উত্তরের পাঁচ জেলার কালীপুজো ও ছট পুজোকে কেন্দ্র করে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে চলেছে জেলা প্রশাসন ও সেচ দপ্তর। ১৯ অক্টোবর রাজ্য সেচ দপ্তরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি সেচ দপ্তরের পদস্থ ইঞ্জিনীয়ারদের নিয়ে শিলিগুড়িতে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন। কালীপুজোর বিসর্জন ও ছটপুজোয় নদীতে নামা নিয়ে কী ধরনের সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে তার জন্য আবহওয়া ও সেচদপ্তরের সঙ্গে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ তথ্য আদান-প্রদান করে পরিস্থিতির ওপর নজর রাখবে।

২০ অক্টোবর থেকেই এই সব জেলায় ধাপে ধাপে ফ্লাড কন্ট্রোল রুম চালু করা হচ্ছে। ৩১অক্টোবর পর্যন্ত এই কন্ট্রোল রুম চালু রাখার নির্দেশ দিয়েছে সেচদপ্তর। উত্তরের এই পাঁচ জেলার প্রতি ব্লকে একজন করে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে এই কন্ট্রোল রুম চালু করা হচ্ছে। সেচদপ্তর সূত্রের খবর এবছর মালবাজারে ২৭ আগস্ট একদিনে সর্বোচ্চ ২৭১ মিমি বৃষ্টি হয়েছে। ২৮ আগস্ট জলপাইগুড়িতে ২০৮ মিমি, ২৯ আগস্ট বানারহাটে একদিনে ২২০মিমি এবং ২১ আগস্ট শিলিগুড়িতে একদিনে ২৭০ মিমি বৃষ্টি হয়েছিল। এই পরিসংখ্যান থেকেই বোঝা যায় এবার উত্তরবঙ্গের জেলা গুলির বিভিন্ন এলাকায় বর্ষার পরও বৃষ্টি হয়েছে। এমনকি অনেক জেলায় আবার বার্ষিক বৃষ্টিপাতের চেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়েছে। সেই কথা মাথায় রেখেই আরও বিশেষ সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

জেলাশাসক মৌমিতা গোদরা বসুরায় বলেন, ৩১অক্টোবর পর্যন্ত জেলার ৯টি ব্লকেই ফ্লাড কন্ট্রোল রুম খোলা হচ্ছে। জেলা এবং এসডিও অফিসেই খোলা হবে এই ফ্লাড কন্ট্রোল রুম। এছাড়া যেসব খরস্রোতা নদীর ওপর নজর রাখা হবে সেইসব এলাকার সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতকেও দায়িত্ব দেওয়া হবে নজর রাখার জন্য।

নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিয়ে টেট উত্তীর্ণদের অনশন ভেঙ্গে দেওয়ায় উত্তাল রাজ্য

২০ অক্টোবর মধ্যরাতে করুণাময়ীতে অনশনরত টেট উত্তীর্ণ চাকরীপ্রার্থীদের জোর করে পুলিশ তুলে নিয়ে যাওয়ায় ২১ অক্টোবর দিনভর বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠে কলকাতা। এই প্রতিবাদের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে জেলায় জেলায়। কোচবিহার থেকে মালদা সর্বত্রই বিক্ষোভ দেখিয়ে প্রতিবাদ মিছিল করেছে বিরোধীরা। প্রতিবাদ জানিয়েছেন বিশিষ্টজনেরাও। তাঁরা একটি খোলা চিঠিতে পুলিশি আচারণের তীব্র নিন্দা করেছেন।

বহুদিন পর কোনও ঘটনাকে কেন্দ্র করে এতটা তোলপাড় হল রাজ্য। খবর পেয়ে ২০ অক্টোবর রাতেই ডিওয়াইএফআই নেত্রী মীণাক্ষী মুখোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন ২১ অক্টোবর দুপুরে তাঁরা প্রতিবাদ জমায়েত করবেন। সেই কর্মসূচী অনুযায়ী সিটি সেন্টার ১-চত্বরে জমায়েত হন এসএফআই ও ডিওয়াইএফআই-এর নেতা কর্মীরা। ১৪৪ ধারা জারি ধারায় পুলিশ বিক্ষোভকারীদের ঐ এলাকা থেকে সরে যেতে বলেন, কিন্তু সেই নিষেধাজ্ঞা না মেনে মিছিল এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে শুরু হয় ধরপাকড়। মীণাক্ষী সহ অন্য ছাত্র যুব-নেতা কর্মীদের টেনে হিঁচড়ে প্রিজন ভ্যানে তোলা হয়। ডিওয়াইএফআই-এর রাজ্য সম্পাদক মীণাক্ষী মুখোপাধ্যায় বলেন, দালালি করছে পুলিশ। ২১ অক্টোবর বিকেলে আসানসোলের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পলের নেতৃত্বে বিজেপি মিছিল করে। কিন্তু পুলিশ ধর্মতলায় মিছিলটি আটকে দিলে বিজেপি-র নেতা কর্মীরা রাস্তায় বসে পরলে কিছুক্ষণ পরেই পুলিশ তাঁদের আটক করে সরিয়ে দেয়। এদিন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীর নেতৃত্বে বিধান ভবন থেকে পৃথক একটি মিছিল বের হলেও পুলিশ সেই মিছিল আটকে দেয়। উল্লেখ্য, এদিনের সব দলেরই টার্গেট ছিল পুলিশ। এসবের মাঝে ২১ অক্টোবর বিকেলে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ ১১,৭৬৫টি শূন্য পদের জন্য অনলাইনে আবেদন করার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। তাতে বয়সের সময়সীমা শিথিল করার ব্যাপারে আন্দোলনরত ২০১৪ সালে টেট উত্তীর্ণ প্রার্থদের আবেদন গ্রাহ্যই করা হয়নি।

তৃণমূলের রাজ্য শাখার সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ পুলিশের এই পদক্ষেপ সম্পর্কে সাফাই দিয়ে বলেন, এটা সম্পূর্ণ প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত। এর সঙ্গে দলের কোন সম্পর্ক নেই। তিনি আরও বলেন, এত বড় নিয়োগ পক্রিয়া যখন শুরু হয়েছে তখন সেখানে ভুল হলে সংশোধন হবে। শুধু দেখতে হবে নিয়োগে যেন দেরি না হয়। বাম, কংগ্রেস ও বিজেপি প্ররোচণা দিয়ে এদের বিভ্রান্ত করছে।

উদয়নের ছবি ছেঁড়া নিয়ে উত্তেজনা

চৌধুরীহাটঃ ফ্লেক্স থেকে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী উদয়ন গুহর ছবি ছিঁড়ে নেওয়া কে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ালো কোচবিহার দিনহাটা মহকুমার চৌধুরীহাটে। দিনহাটার সীমান্ত গ্রাম চৌধুরীহাট।সেখানেই তৃণমূলের ফ্লেক্সে থাকা উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহর ছবি ছিড়ে ফেলার ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এদিন এই ঘটনার প্রতিবাদে দিনহাটা দুই নম্বর ব্লকের চৌধুরীহাট বাজারে মিছিল করে তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা। স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বের অভিযোগ এলাকাকে অশান্ত করার জন্যই বিজেপি দলের দুষ্কৃতিরা উদয়ন গুহের ফ্লেক্সের ছবি থেকে মাথা কেটে নিয়েছে। উল্লেখ্য কয়েক মাস আগেও দিনহাটার সাহেবগঞ্জ এলাকায় তৃণমূলের ফ্লেক্সে থাকা উদয়ন গুহর ছবি ছিড়ে ফেলার ঘটনা ঘটেছিল। ফের চৌধুরিহাটে এই ঘটনা ঘটায় নতুন করে সৃষ্টি হয়েছে রাজনৈতিক চাপানোত্তর।

তৃণমূলের দিনহাটা দুই এর ব্লক সভাপতি দীপক ভট্টাচার্য জানান, "বিজেপি দলের দুষ্কৃতীরা উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রীর ছবিসহ ফ্লেক্স ছিড়ে দিয়েছে। গোটা ঘটনা পুলিশকে জানানো হয়েছে। দুষ্কৃতীদের অবিলম্বে খুঁজে বের করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে"।এই ঘটনার প্রতিবাদে দলীয় কর্মীরা আজ চৌধুরীহাট বাজারে মিছিল করে।

বিষয়টি নিয়ে দিনহাটা দুই নম্বর ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বীরেন্দ্র বর্মন বলেন, "উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রীর ছবি সহ দলের পক্ষ থেকে একাধিক ফ্লেক্স চৌধুরীহাট বাজার ও আশপাশ এলাকায় লাগানো হয়েছে। দুষ্কৃতীরা সেই ফ্লেক্স থেকে মন্ত্রীর ছবি ছিড়ে ফেলেছে। ঘটনার প্রতিবাদে এবং দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে আজ আমরা মিছিল করলাম"।

বিজেপির কোচবিহার জেলা সভাপতি সুকুমার রায়, "জানান এটি তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ব্যাপার। এই বিষয়ের সঙ্গে বিজেপির কোন সম্পর্ক নেই ।বিজেপি এই ধরনের হীন রাজনীতিতে বিশ্বাসী নয়। তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর দ্বন্দ্বের ফলে এক গোষ্ঠী অপর গোষ্ঠীর বিপক্ষে এইরকম কাজ করছে"।

অষ্টমী দুর্গাপূজার জহরা মেলা নিয়ে মেতেছে চোপড়া

নিউজ ডেস্ক: শারদীয়া দুর্গাপূজার রেশ কাটতে না কাটতেই আবার এক ভিন্ন দুর্গাপূজার জোর প্রস্তুতি চলছে চোপড়ার নন্দ কিশোর গছ গ্রামে। উল্লেখ্য, প্রতি বছরের মত এবছরও আগামী বুধবার থেকে শুরু হতে চলেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া থানা এলাকার অষ্টমী দূর্গা পূজোর জহরা মেলা। তারই জোর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে শনিবার থেকে। এদিন মেলা মাঠে গিয়ে দেখা যায় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দোকানদাররা তাদের দোকানপাট নিয়ে মেলায় হাজির হয়েছে। শুরু করেছে তাদের দোকান সাজানোর কাজ।

মেলা কমিটির সম্পাদক অজয় পাল এবং পূজা কমিটির সম্পাদক ধনলাল পাল জানান, পূর্ব পরম্পরা মেনে দশমীর আগের দিন অর্থাৎ মঙ্গলবার তাদের জহরা দুর্গাদেবীর পূজা সম্পন্ন হবে। তবে শারদীয়া দুর্গাপূজার মত সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী,দশমী চার দিন পূজা এখানে হয় না। এখানে এক দিনেই পূজো সম্পন্ন হয়। পরদিন বুধবার থেকে শুরু হবে তাদের মেলা। এবারে তাদের ১৩৫ তম বর্ষ।

তারা আরও জানান, ১৩৫ বছর আগে নন্দ কিশোরগছ গ্রামের জোহরা পাল নামে এক ব্যক্তি স্বপ্ন দেশ পেয়ে শারদীয়া দুর্গাপূজার আটদিন পরে অষ্টমীর দুর্গাপূজা শুরু করেন এবং দুর্গাপূজা উপলক্ষে মেলা বসান। তার নাম অনুসারেই এই মেলার নামকরণ হয় জহরা মেলা। মেলা কমিটির আশা এবারের মেলা রেকর্ড পরিমাণে জমবে। মেলার শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে প্রতিবছরের মত এবারও থাকবে পুলিশের সহযোগিতা।

জলপাইগুড়িতে দেখা মিলল হাতির পালের

নিউজ ডেস্ক: জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের রংধামালি এলাকায় দেখা মিলল প্রায় কুড়িটি হাতির। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। এদিন প্রচুর মানুষ জমায়েত করেন হাতির পাল দেখতে। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসেন গরু মারা এবং জলপাইগুড়ি বন্যপ্রাণ বিভাগের কর্মী এবং আধিকারিকরা। জানা গেছে, হাতির পালটি বৈকণ্ঠপুর জঙ্গল থেকে তিস্তা পারে ঢুকে যায়। বর্তমানে তারা কাশবনের ভেতরেই রয়েছে। জলপাইগুড়ি গরুমারা রেঞ্জ,বৈকণ্ঠপুর সহ জলপাইগুড়ি বনদপ্তরের কর্মী এবং আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে এসেছে। দিনের আলো থাকায় বর্তমানে জঙ্গলে ফেরানো সম্ভব হবে না হাতির দলটিকে। তবে বন কর্মীরা নজর রাখছেন হাতির দলটির গতিবিধির উপর যেন কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে। আলো নামলেই জঙ্গলে ফেরানো সম্ভব হবে বলে জানিয়েছেন তারা।

প্রস্তুতি চলছে হ্যামিল্টনগঞ্জের কালীপুজোর

নিউজ ডেস্ক: ডুয়ার্সের অন্যতম প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী কালী পুজো হল কালচিনি ব্লকের হ্যামিল্টনগঞ্জের কালি পুজো। করোনা পরিস্থিতি কাটিয়ে এবছর জাকজমকপূর্ণভাবে আয়োজন করা হচ্ছে পুজোর। এবছর এই পুজোর ১০৬ তম বর্ষ। ১৯১৭ সালে ইউরোপীয়ান সাহেবদের হাত ধরে শুরু হয়েছিল এই পুজো। এর জন্য একটি কাঠের তৈরি মন্দির ও মাটির প্রতিমা স্থাপন করেছিলেন ইউরোপীয়ান সাহেবরা। পরবর্তীতে স্থানীয় মানুষেরা প্রতিবছর এই পুজো করে আসছেন।

আশপাশের চা বলয়ের শ্রমিক ও জনগণের সহায়তায় পাকা মন্দির ও ২০০২ সালে পাথরের মূর্তি স্থাপন করা হয়। সেই সময় থেকেই মন্দিরে পুজো করে আসছেন মন্দিরের প্রধান পুরোহিত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বর্তমানে তার বয়স ৮৭ ।তিনি জানান,বছরের অন্য দিন যেমন তেমন, তবে কালীপুজো দিনে আলিপুরদুয়ার জেলা ছাড়াও আশপাশের একাধিক জেলা থেকে দর্শনার্থীরা মন্দিরে পুজো দিতে আসেন।

পুজো কমিটির সভাপতি জীবেশ নস্কর বলেন, "১৯১৭ সালে যে রীতিতে পুজো হতো সেই রীতি মেনেই আমরা পুজো করে আসছি। করোনার কারনে গত দুবছর পুজোতে দর্শনার্থীদের অনেক নিষেধাজ্ঞার সম্মুখীন হতে হয়েছে, যা এবছর হবে না।"

সম্পাদকীয়

গর্বের স্বপ্না বর্মন ও কিছু কথা

সম্প্রতি এশিয়াডে সোনা জয়ী অ্যাথলেটিক্স স্বপ্না বর্মন জাতীয় গেমসে মধ্যপ্রদেশ দলের হয়ে অংশ নেওয়ায় উত্তরবঙ্গের ক্রীড়াপ্রেমী মানুষদের একটা বড় অংশের মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। আর সেই ক্ষোভটাও একদম স্বাভাবিক। এশিয়ান গেমসে সোনা জয়ের পর মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন স্বপ্নাকে যে তাকে জমি দেওয়া হবে। এরজন্য মুখ্যমন্ত্রী খোদ পুরনগরন্নোয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে দায়িত্ব দেন। মুখ্যমন্ত্রী সঠিক মন্ত্রীর কে স্বপ্নার জমির দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তার কারন বাম আমলে সৌরভকে জমি দেওয়া নিয়ে তৎকালীন ক্রীড়ামন্ত্রী সুভাস চক্রবর্তী সাংবাদিকদের বলেছিলেন 'আমার ক্রীড়া দপ্তরের হাতে জমি নেই। সেজন্য তার কোন কদর নেই'। কিন্তু পুর নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য তার দপ্তরের থেকে সৌরভকে সল্টলেকে এবং শিলিগুড়ির উত্তরায়নে জমি দেন। কিন্তু ফিরহাদ হাকিম তার আপ্তসহায়ক এরসাথে জমির ব্যাপারে স্বপ্নাকে যোগাযোগ রাখতে বলেন। অথচ চার বছর পের হয়ে যাবার পরও জমি পেলনা স্বপ্না। অন্যান্ন এশিয়াডে পদক জয়ী অ্যাথলেটিক্স জমি পেলেও ব্রাত্য থেকে গেল স্বপ্না। স্বাভাবিকভাবেই এনিয়ে ক্ষোভ উত্তরবঙ্গের মানুষের মধ্যে। খেলাধুলা আজ একটি পেশা। আর স্বপ্নাও একজন প্রফেশনাল প্লেয়ার। যেখানে জাতীয় গেমসে সোনা জয়ী প্রত্যেক প্লেয়ারদের মধ্যপ্রদেশ সরকার পাঁচ লক্ষ করে টাকা দিচ্ছে। সেখানে ভাবতে খারাপ লাগলেও এটাই সত্যি যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার জাতীয় গেমসে সোনা জয়ী প্লেয়ারদের তেমন কোন অর্থ দিচ্ছে না। ফলে মধ্যপ্রদেশের হয়ে স্বপ্নার অংশ নেওয়াটা তারমত একজন প্রফেশনাল অ্যাথলেটিক্স এর কাছে একদম স্বাভাবিক। খুব গরীব ঘরের মেয়ে স্বপ্না রেলের মায়নার টাকা বাড়িতে দিতেই চলে যায়। অথচ স্বপ্নার মত আর্ন্তজাতিকমানের প্লেয়ারের অত্যাধুনিক ট্রেনিং এর জন্য লাগে প্রচুর অর্থ। সেই অর্থ তো তাকেই খেলে উপার্জন করতে হবে। আশাকরি স্বপ্নাকে দেখে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্রীড়া দপ্তর আগামীতে সঠিক ব্যবস্থা নেবে যাতে স্বপ্না বর্মন জমিও পায় আর সেসাথে পশ্চিমবঙ্গের হয়ে অংশও নিতে পারে।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা	ঃ দেবাশিস ভৌমিক
সম্পাদক	ঃ সন্দীপন পন্ডিত
সহ-সম্পাদক	ঃ রনিত সরকার, চিরন্তন নাহা, বর্ণালী দে, লোপামুদ্রা তালুকদার,দেবাশীষ চক্রবর্তী
ডিজাইনার	ঃ সমরেশ বসাক
বিজ্ঞাপন আধিকারিক	ঃ রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক	ঃ বিমান সরকার

কবিতা

দৃশ্যমায়া

-বিনীতা সরকার

প্রতিনিয়ত জন্ম নিচ্ছে নতুন নতুন দৃশ্যেরা
বাঁকের পর বাঁক বদলে
অজানা মোড় নিচ্ছে চেনা গল্পের দল
কিছুদূর পথে এগিয়েই আবার
আলগোছে সরে যাচ্ছে ছায়ারা
সরে যাচ্ছে পুরোনো কথার মিছিল
অবয়ব জুড়ে কেবলই শূন্যতার শরীরী দহন
অন্ধকার টানেলের ভিতর দিয়ে
শুধুই ছুটে চলেছি নিরন্তর
আশে পাশে কেউ নেই
কিছু নেই শুধুই কোলাহল
তবু এসব দৃশ্য মনে সাড়া ফেলছে খুব
দৃশ্যের আড়ালে বন্দী করছি নিজেকে রোজ
আবার জেনেবুঝেই কারোও কারোও কথার জালে জড়িয়ে ফেলছি নিজেকে
অজান্তে
বন্দী হচ্ছি আরও গভীরে ধীরে

প্রবন্ধ

ঘুম

---মানস চক্রবর্তী

এরপর শুরু হলো শিল্প বিপ্লব। মানুষের রাত আরো ছোট হয়ে এল। থুড়ি, বলা উচিত, রাতের ঘুম কে আরো ছোট করার প্রয়োজন এলো। কলকারখানায় শিফট এ আরো বেশি শ্রমিক পাবার লক্ষে সংগঠিত ভাবে রাষ্ট্র এবং রাজনৈতিক চাপ শুরু হলো। আরো আরো অল্প সময় ঘুমের জন্য বরাদ্দ করার জন্য প্রচার শুরু হয় নানা রকম পত্র-পত্রিকা । দ্বিখণ্ডিত ঘুম কে অস্বাভাবিক বলে আখ্যা দেওয়া হলো। অখন্ডিত ঘুম অল্প সময়ে সমাপ্ত হয় বলে তা 'স্বাভাবিক' বলে প্রচার শুরু হলো। এমন কি উচ্চবিত্তদের সোসাইটিতে রাত জেগে থাকা ফ্যাশনে পরিণত হল। ১৮২৯ সালেও প্রাচীন মেডিক্যাল জার্নালে অভিভাবকদের তদ্বির করা হতো যাতে ওনারা বাচ্চাদের ঘুমের অভ্যাস পরিবর্তনে বাধ্য করেন। অর্থনীতি পিছিয়ে পড়ার আশংকায় লক্ষ বছরের ঘুমের অভ্যাস কে ভেঙে ফেলা কতখানি যুক্তিযুক্ত সে প্রশ্ন বিতর্কের জন্ম দিতে পারে।

যদিও শিল্প বিপ্লবের পর থেকে কয়েকশ বছরের একনাগাড়ে ঘুমের অভ্যাস আমাদের মধ্যে অনেকেরই শরীর এবং মন কে তৈরি করে দিয়েছে, কিন্তু অনেকেই রাত্রে একনাগাড়ে ঘুমাতে পারেন না। এছাড়া, দুশ্চিন্তা, উত্তেজনা বা স্ট্রেস অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের ফিরিয়ে

নিয়ে যায় কয়েক লক্ষ বছরের পুরনো দ্বিখন্ডিত ঘুমের অভ্যাসে।

এতো গেলো রাতে। তাহলে দুপুরের ঘুম ?

1999 নাগাদ ঘুম-বিজ্ঞানীরা আমাদের বলেন যে মানুষের শরীরের শারীরবৃত্তীয় ঘড়ি আমাদের শরীরকে রাতের খানিকটা তো বটেই কিন্তু তার সাথে সাথে দুপুরবেলাতেও ঘন্টাদুয়েক ঘুমিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেয় কিন্তু আমরা কি সেই ঘুম ঘুমোতে পারি? একদমই না।

দুপুরে একটুস ভাতঘুম। আহা ! কার না ভালো লাগে। মেগাস্থিনিস তাঁর লেখা 'ইন্ডিকা' তে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন যে ভারতীয়রা একদম গ্রীক-দের মতো – দু দেশ ই দুপুরে ঘুমোতে পছন্দ করে। আয়ুর্বেদশাস্ত্রে কোষ্ঠকাঠিন্য , বদহজম আর বাতের নিদান হিসেবে দুপুরে বাঁ-পাশ ফিরে স্বল্প বিশ্রামের পরামর্শ রয়েছে। যার নাম বামকুক্ষি । মির্জা গালিবের বাড়ির সামনে নোটিশ থাকতো দুপুরে ডাকাডাকি করা নিষেধ। আবার নব্য-ভারতে ভাতঘুম হয়েছে নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি। গোয়ার প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী বিজয় সরদেশাই কিছুদিন আগে বলেছেন উনি নির্বাচনে জিতে মুখ্যমন্ত্রী হলে কোঙ্কনিদের দুপুরে বিশ্রাম নেবার প্রাচীন অভ্যাস কে আবার ফিরিয়ে দেবেন। এতো গেলো ভারতবর্ষের কথা – এবার একটু ঘুরে আসি। প্রাচীন গ্রিসের সিয়েস্তা আঠারোশো শতাব্দীতেও জনপ্রিয়। গ্রীক দার্শনিক শোপেনহাইয়ার-ও দুপুরে বিশ্রামের অনাবিল আনন্দের কথা বলেছেন। যাহাই ইতালি , গ্রীস বা স্পেন এর 'সিয়েস্তা', তাহাই অত্যাধুনিক 'বিউটি স্লিপ' বা 'ন্যাপ' আর তাহাই প্রফেট মোহাম্মদের 'কাইলুল্লাহ' বা বৌদ্ধ ধম্মপিটকের 'নির্ভানিক'। তাজা থাকার চাবিকাঠি। কিন্তু আবার অতিরিক্ত হলে 'তাহাই' রোমান সাম্রাজ্যের পতনের কারণ (ঐতিহাসিক ইভান এড্রুজ- 8 Reasons Why Rome Fell) । খুব বিচক্ষণের মতোই স্কটিশ চিকিৎসক -লেখক ক্রোনিন সাহেব সাবধান করে দিয়েছেন দুপুরের ছোট্ট বিশ্রাম যেন লম্বা ঘুম না হয়ে যায়। তাহলেই স্বাস্থ্যের সর্বনাশ। ঠিক যেমন, যে লবন স্বল্প পরিমানে খাবারকে করে সুস্বাদু, সেই লবন ই বেশি হয়ে গেলে রান্না পাতে দেওয়া যাবে না।

মার্কিন গবেষক জেরোম সিগাল অবশ্য এসব মানেন না। নামিবিয়া, বলিভিয়া আর নাম না জানা ভানুয়াটু দেশের সুদূর 'টানা' দ্বীপের আধুনিক সভ্যতার অভ্যাস থেকে দূরে থাকা আদিম জনজাতির বাসিন্দাদের ঘুমের অভ্যাসের তথ্যানুসন্ধান করে তিনি বলেছেন দুপুরে ঘুমের গুজব সব ফালতু। আমরা যেমন আছি তেমনই ভালো। কিন্তু তাঁর গবেষনাই যে শেষ কথা তা হলপ করে বলা মুশকিল। যে দ্বীপ এ ল্যাপটপ নিয়ে সাহেব-সুবো রা পৌঁছে যেতে পারেন প্রশ্ন থাকে তাঁরা কি সত্যিই আধুনিক সভ্যতা থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন ?

বিবর্তনের দিক থেকে দেখতে গেলে বেশিরভাগ স্তন্যপায়ী প্রাণী দিনের মধ্যে কোনো না কোনো সময়ে অল্প বিস্তর ঝিমিয়ে নেয়। এখনো পৃথিবীর অনেক জায়গাতেই বাচ্চা এবং বয়স্ক দের মাঝে মাঝে ন্যাপ নিয়ে নেওয়ার একটা প্রবণতা অমিল নয়। সুতরাং দিনের মধ্যে আধটু একটু ঝিমিয়ে নেওয়া একদমই কোন অপরাধ নয়। তাই দিনের বেলা যদি কাজ করতে করতে খুব ঘুম পেয়ে যায় তাহলে কয়েক মিনিট এলার্ম দিয়ে চোখ বন্ধ করে নেওয়াটা কাজের কাজ বলেই ভাবতে শিখুন।ওদিকে দিনের বেলার যে ছোট্ট ন্যাপ আপনাকে চাঙ্গা করে তোলে, রাতে এই ছোট ঘুম মোটেই কার্যকরী নয় ।

রাতে চাই ঘুম-আবর্ত বা স্লীপ সাইকেল ধরে ঘুম। মনে আছে তো আগেই বলেছি স্লিপ সাইকেল এর কথা? একটা non-REM আর একটা REM মিলিয়ে একটা শিফট। একেকটা স্লিপ-সাইকেলে মস্তিস্ক অসম্ভব গতি তে চূড়ান্ত মনোসংযোগ করে কাজ করে যায়। তাই অসম্পূর্ণ ঘুম-আবর্তের মধ্যে ঘুম ভেঙে গেলে মস্তিস্ক এতটাই অসন্তুষ্ট হয়ে যায় ঘন্টার হিসেবে অনেক ঘুমিয়েও মনে হবে ভালো ঘুম হলো না।

তাহলে আরো ভালো ঘুমোনোর চাবিকাঠি কি ? যেকোনো লাইফস্টাইল পত্রিকার বছরে একটা করে প্রচ্ছদ সাধারনত হয়ে থাকে ঘুমের উপরে । সংসারী মানুষজন যে নিয়ম মেনে এসব করতে কমই পারবেন, তা বলাই বাহুল্য । তাও নিয়ম যখন আছে, তা জেনে রাখাই ভালো । বলা যায়না কখন কাজে লাগে !

দীর্ঘদিন ধরে ঘুমের সমস্যা থাকলে, খুব অসুবিধে না হলে রাতে শোয়ার আগে ঈষদুষ্ণ জল দিয়ে স্নান করে নিন। স্নান করার সময় নিজের হাতে মুখ আর ঘাড়ের মাংসপেশি গুলোকে একটু ম্যাসাজ করে দিন। হাত আর পায়ের মাংসপেশীগুলোকেও একটু ম্যাসেজ করে নিতে পারেন । বেশ তরতাজা লাগবে। এই সময় হালকা ল্যাভেন্ডার বা ক্যামোমাইল এর সুবাস হলে তো কথাই নেই। কিছু বিজ্ঞানী দাবি করেন ঘুমোনোর আগে ক্যামোমাইল, লেমনগ্রাস দেওয়া গ্রিন টি নাকি ঘুমের আবাহন কে আরো বেশি মধুর করে তোলে- চেষ্টা করতে ক্ষতি কি।

শোয়ার ঘরের তাপমাত্রা খুব বেশি বা খুব কম না থাকা ই বাঞ্ছনীয়। বিছানায় পৌঁছে চোখ বুজে করে নিতে পারেন একটু হালকা ধ্যান, নরম হলুদ আলোতে পড়তে পারেন একটু বই। খুব সাদা বা এল ই ডি র নীলচে সাদা আলো কিন্তু ঘুমের জন্য ভালো নয়। গান ভালো লাগলে হালকা আওয়াজ এ নরম গান শুনতে পারেন। এই ধরুন চৌরাসিয়ার হিন্দুস্তানি

ভৈরবী ! দেখবেন কখন ঘুমে চোখ বুজে এসেছে। আর যদি সহজে ঘুম নাও আসে তবুও হতাশ হয়ে পড়বেন না শরীর এবং মন যদি খানিকটা সময় বিশ্রামে থাকে তাহলেও অনেকটাই সুফল মেলে। আর হ্যাঁ নরম বালিশের শোবার মজাই আলাদা। বিছানার চাদর যদি পাতলা সূতির হয় তাহলে খুব ভালো যাতে গায়ের ঘাম গুলো চাদরে শুষে যেতে পারে।

রাতে ভালো ঘুমের জন্য আরও যেটা বেশি দরকার সারাদিন যথেষ্ট পরিমাণে জল খাওয়া। আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে যথেষ্ট পরিমাণে জল খাওয়াটা খুব বেশি দরকার। কারণ ঘামের সাথে প্রচুর পরিমাণে জল বেরিয়ে যায় এমনিতেই। রাত আটটা নটার পর থেকে জল খাওয়াটা একটু কমিয়ে দিন, যাতে ঘুমের মধ্যে আপনাকে বারবার বাথরুমে না যেতে হয়। আমরা জেনেছি যে দিনের মধ্যে অল্প বিস্তর সময় ছোট্ট সময় হালকা ঘুমিয়ে নিতে পারলে সুবিধা কিন্তু সেই ঘুম যাতে বিকেল চারটার মধ্যেই হয় সেটা চেষ্টা করুন।

ঘুমের অসুবিধা থাকলে বিকেলে সন্ধ্যার পর থেকে খুব বেশি চা কফি না খাওয়াই ভালো। চা কফির বা কোলা জাতীয় নরম পানীয়ের মধ্যে ক্যাফেইন থাকে যেটা আমাদের মস্তিষ্ককে আরো বেশি সজাগ রাখতে সাহায্য করে- যা ঘুমের পরিপন্থী। অনেকে ভাবেন রাতে নাইট ক্যাপ একপেগ হুইস্কি বা এক গ্লাস ওয়াইন ঘুমোতে সাহায্য করবে। এক দিন, দু-দিন সেটা ভালো কাজ করলেও, নিয়মিত এলকোহলের সাহায্যে না ঘুমোনোই কিন্তু ভালো। অতিরিক্ত মদ্যপান তো নৈব নৈব চ। একদম ভরপেট খেয়ে ঘুমোতে যাবেন না। আকণ্ঠ খাবার পর চোখ বুঁজে আসতে পারে। তবে সেটা ঘুম নয়। অবসন্নতা। এই সময় খাবার দাবার হজম করার জন্য সারা শরীর থেকে রক্ত চলে আসে পেটে। এই 'ঘুম'এ উপকারের থেকে অপকার বেশি। চেষ্টা করুন যাতে খাওয়া আর ঘুমের মাঝে ঘন্টাখানিকের বিরতি থাকে।

নিয়মিত যোগ ব্যায়াম ও এরোবিক্স এর সাহায্য নিন। দিনের মধ্যে দু'একটা সময় লম্বা হাঁটুন। সপ্তাহে ঘন্টা চার ঘাম ঝরানো পরিশ্রম করা খুব দরকারি এবং উপকারী। ঘরের মধ্যে ছোট্ট ছোট্ট দূরত্ব হেঁটে এ ঘর ও ঘর করা বা রান্না ঘরে বসে অনেকক্ষণ হাতা খুন্তি নেড়ে রান্না করায় আপনার শরীর অবসন্ন বোধ করলেও, তাতে দৈনন্দিন শরীরচর্চার প্রয়োজন মোটেও মেটে না ।

দিনের পর দিন ঘুম যদি সত্যি সত্যিই কম হয় তাহলে ডাক্তারি পরামর্শ নেওয়া দরকার। তবে প্রতিরাতেই যে একদম কাঁটায় কাঁটায় সাত ঘন্টা ঘুম হবে এরকম দাবি কেউ করতে পারেন না। কোনও রাতে ঘুম খানিকটা কম হলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় সপ্তাহের গড়ে শরীর ঠিক ঘুম পুষিয়ে নেয়। সুতরাং মনে বেশি দ্বিধা না রেখে সুযোগ পেলেই ভালো করে ঘুমিয়ে নিন। শান্তিতে।

বই রিভিউঃ উদার আকাশ সাহিত্য সমাজ বিকাশে অনবদ্য সৃজনশীল জার্নাল

মোহাম্মদ শামসুল আলম

মানবজীবন নানা অনুষঙ্গে সম্পৃক্ত। এমন অনুষঙ্গগুলো গতিপথ লাভ করে ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিক ও মাত্রার সম্মিলনে। বিশেষ করে শিল্পসাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার মধ্য দিয়ে যাপিত অনুষঙ্গের বিকাশ হৃদয়মনকে সহসায় নাড়া দিয়ে থাকে। আর হৃদয় মনকে নাড়া দেওয়ার মুখপত্র হিসেবে কাজ করে সংস্কৃতি বিকাশের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখাসমূহ। তাই সংস্কৃতি বিকাশের সহায়ক ও অনন্য উপকরণের মধ্যে পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিন-জার্নালের অবদান অপরিসীম। এমন শাখা-প্রশাখা ও ধারার মধ্য দিয়ে মানুষের মননচিন্তার খোরাক মেটানোর প্রয়াস অনেকটা সহজলভ্য হয়। সেজন্যই বলতে হয় এসবের তুলনা কেবল এসবই। এমন তুলনা প্রসঙ্গে যে কথাটি বলা সংগত, তারই এক অনন্যমাত্রা 'উদার আকাশ জার্নালে'র সুদীর্ঘ পথ চলা। প্রায় দু'দশক পেরিয়ে তৃতীয় দশকে এসে এই পিয়ার রিভিউড রিসার্চ জার্নালের গতিপথ আজ অনন্য মাত্রা অর্জন করেছে। কেবল ভারতেই নয়, উভয় বাংলার মানুষের কাছে 'উদার আকাশ জার্নাল' ও 'উদার আকাশ প্রকাশনী'র নাম আঙ্গিকগত ভাবনা ও বিষয়বিন্যাসের কারণে সুপরিচিত। এমনকি বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকেও জার্নালটির নিরপেক্ষতা অটুট রয়েছে।

জেনে নেয়া সমীচীন যে, কেবল মননশীল ও মানসম্মত গবেষণামূলক প্রবন্ধ জার্নালটিতে নিয়মিত প্রকাশিত হয়। এরই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে 'ঈদ-শারদ উৎসব সংখ্যা-১৪২৯' প্রকাশিত হয়েছে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে। পাঠকমহলে এই জার্নালের ব্যাপ্তি ও অভীপ্সা সংবেদনশীল মননে সম্প্রীতির বন্ধন তৈরির লক্ষ্যে অধরাকে ধরবার এবং অজানাকে জানবার একটি প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। যা কালের বাস্তবতায় বহমান স্রোত হিসেবে ক্রমঅগ্রসরমান। জার্নালের সম্পাদক ফারুক আহমেদ বাঙালির যাপিত জীবন ও সম্প্রীতির বন্ধনকে আরও মজবুত ভিতের ওপর প্রতিষ্ঠিত করার নিমিত্তে নিরলসভাবে কাজ করছেন 'উদার আকাশ জার্নাল' প্রকাশ পর্বের মধ্য দিয়ে। '২১ বর্ষ ২য় সংখ্যা'টিতে বাংলা ও ইংরেজিসহ মোট কুড়িটি মননশীল ও গবেষণালব্ধ প্রবন্ধে শেকড় সন্ধানী তথ্য উপাত্ত সংযোজনার মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ মৌলক বিষয়কে তুলে ধরবার প্রচেষ্টা গৃহীত হয়েছে। জার্নালটির প্রবন্ধসমূহে ভাবের উপযোগী ভাষা প্রযুক্ত হওয়ার কারণে সাধারণ পাঠকের বোধগম্যতা সহজে অনুধাবনীয়। দুর্বোধ্য ও বাহুল্য শব্দের প্রয়োগ প্রবন্ধসমূহে অনুপস্থিত। আবেগের আতিশয্য জার্নালের মননশীল প্রবন্ধসমূহে স্থান না পাওয়ার কারণে নবজীবন ও নবমানবতার সাধনা অর্থপূর্ণ হতে পেরেছে। বলা সংগত যে, সাধারণ বাঙালি জীবনের অবাঞ্ছিত চেহারা বদলে দেওয়ার নিমিত্তে সাহিত্যিকগণ নিরলসভাবে কাজ করে থাকেন। তবে এমন কাজ এখনো অসম্পূর্ণ। এই অসম্পূর্ণ কাজটি সম্পন্ন করার নিমিত্তে পত্রিকার সম্পাদক নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

সমাজবাস্তবতার অনন্য দর্পণ সদৃশ এই জার্নালের বিষয় ভাবনা সংস্কৃতির এক অপূর্ব নিদর্শন হিসেবে বিবেচ্য। চলমান জগতের আত্মকেন্দ্রিক বাস্তবতাকে সামনে রেখে প্রত্যাশা-প্রাপ্তির পাল্লাকে মানুষ নিবিড়ভাবে অনুসরণ করে। এমন আয়োজনকে যাঁরা পিছনে ফেলে আত্ম মানবতার ব্রত নিয়ে বীরদর্পে সামনের দিয়ে এগিয়ে যান তাঁরা

তুলনারহিত ও সত্যিকার অর্থে মানবিক। 'উদার আকাশ জার্নাল' ও প্রকাশনীর প্রকাশক কবি, গবেষক, প্রাবন্ধিক ও সমাজকর্মী ফারুক আহমেদ তাঁদেরই একজন। যিনি টিফিনের টাকা বাঁচিয়ে টিফিন না খেয়ে পত্রিকা প্রকাশের মতো মহৎ কর্ম সম্পাদনের মধ্য দিয়ে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। তাঁর এমন আত্মোৎসর্গের স্মারক 'উদার আকাশ জার্নালে'র পথচলা। জার্নালে উভয় বাংলার মননশীল প্রাবন্ধিক ও গবেষকগণ ইতিহাস-ঐতিহ্য, জীবনস্মৃতি, সমাজভাবনা, সাহিত্য সমালোচনা, লোকসংস্কৃতি, মনোদর্শন, নাট্যপ্রতিভা প্রভৃতি বিষয়ক যুক্তিনিষ্ঠ প্রবন্ধ উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে জ্ঞান আহরণের একটি ক্ষেত্র উপহার দিয়েছেন। যা কালের আবর্তে মহাকালকে তুলে ধরার একটি প্রচেষ্টা অন্বিষ্ট হয়েছে কথাটি বলতেই হয়।

সম্পাদকীয়তে কবি কাজী নজরুল ইসলাম-এর বিদ্রোহী কবিতার শতবর্ষ নিয়ে বিশেষ আলোকপাত করেছেন উদার আকাশ সম্পাদক ফারুক আহমেদ।

উদার আকাশ ঈদ শারদ উৎসব সংখ্যায় একগুচ্ছ কবিতা লিখেছেন কবি সুবোধ সরকার। ব্রাত্য বসুর দুটি নাটক নিয়ে আলোচনা করেছেন বর্ণালি হাজরা। বাঙালি জীবনে প্রত্যাশা ও নিরাশা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেছেন মইনুল হাসান। এছাড়াও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কলম ধরেছেন তরুণ মুখোপাধ্যায়, মহিউদ্দিন সরকার, অচিন্ত্যকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, শুভেন্দু মণ্ডল, প্রমথনাথ সিংহ রায়, সোমা দেব, মিলন মণ্ডল, রাধামাধব মণ্ডল, শান্তনু প্রধান, মোঃ মনিরুল ইসলাম, মোহাম্মদ শামসুল আলম, জহির উল ইসলাম, ইয়াসমিন নেহার, তানবীর শরীফ রব্বানী, আজিজুল হক মণ্ডল, তানজিলা আখতার প্রমুখ।

নির্যাতিতা নারীর পাশে কবি সুবোধ সরকার নিয়ে লিখেছেন তরুণ মুখোপাধ্যায়। কবি এম নাজিম ও তাঁর কাব্যভাবনা তুলে ধরলেন অচিন্ত্যকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। নাজাতের পথ শিরোনামে মূল্যবান নিবন্ধ লিখেছেন মহিউদ্দিন সরকার। মুসলিম বাংলার সাংবাদিকতার জনক মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ : এক মহাজীবন গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধে জহির-উল-ইসলাম অপূর্ব সুন্দর আলোকপাত করেছেন।

খানবাহাদুর আহসানউল্লাহ : সাহিত্য সাধনার সাংগঠনিক স্বরূপ উন্মোচনে মো. মনিরুল ইসলাম অনেক অজানা তথ্য তুলে ধরেছেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি মানুষের পথ চলার আর্দশ সূর্যপথ বিষয়ে কলম ধরেছেন প্রমথনাথ সিংহ রায়। নদী-ভাগন তত্ত্ব এবং সাত্যিক হালদারের ইছাই নদীর পালা নিয়ে দীর্ঘ প্রবন্ধে শুভেন্দু মণ্ডল মন ভরিয়ে দেয়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা মুসলিম সমাজ এবং লোকায়ত জীবন নিয়ে গবেষণা করেছেন আজিজুল হক মণ্ডল। তাঁর লেখা পড়ে সমৃদ্ধ হবে মনের আকাশ। সৃজনে স্মরণে থেমে গেলেন এম সদর আলি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন রেজাউল করিম। ওমর খৈয়াম : বিজ্ঞানের বালুকাবেলায় কবিতার ফুল আলোচনা বিশ্লেষক মুগ্ধ করলেন আজহার হোসেন।

সমাজ বাস্তবতার বহুস্বরিক প্রতিবেদন : আনসারউদ্দিনের গৈ-গেরামের পাঁচালি সোমা দেব রচিত প্রবন্ধ পাঠে পাঠক মনকে বেশ নাড়া দেয়। রামপদ চৌধুরীর গল্পের নারীরা এই বিষয় নিয়ে গবেষণামূলক লেখা উপহার দিলেন মিলন মণ্ডল। সাধক জীবনগাথা : বৈষ্ণব সাধক কাজী নুরুল ইসলামকে চমৎকার লিখেছেন রাধমাধব মণ্ডল। উপাস্য নিবদনে গীতাঞ্জলি কাব্য নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করে বড় প্রবন্ধে চমৎকৃত করলেন মোহাম্মদ শামসুল আলম। দেশান্তরিতের আখ্যান প্রসঙ্গ অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে উপন্যাস নিয়ে গভীরে গিয়ে গবেষণা করলেন তানবীর শরীফ রব্বানী। শৈলজানন্দের উপন্যাসে শহর জীবনকেন্দ্রিক দাম্পত্য সংকট বিষয়ে লিখেছেন শান্তনু প্রধান। আশুতোষ দাসের ছোটগল্পে সমাজ বাস্তবতা : নিবিড় পাঠ অনুসন্ধান করলেন ইয়াসমিন নেহার। বাংলাদেশের উপর লেখা তানজিলা আখতারের প্রবন্ধ পাঠে বহু গবেষক সমৃদ্ধ হবেন।

উদার আকাশ ঈদ শারদ উৎসব সংখ্যা ১৪২৯
সম্পাদক ফারুক আহমেদ ঘটকপুকুর,
ভাঙড় গোবিন্দপুর- ৭৪৩৫০২,
দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা,
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।
কথা: +৯১ ৯৮৩০৯৯২৯৫০
মূল্য: ৫০ টাকা।

চলে গেলেন তরুণ রায়

পার্থ নিয়োগীঃ চলে গেলেন কোচবিহারের প্রবীণ বিশিষ্ট আলোকচিত্রী শিল্পী তথা কোচবিহার হার্টিকালচার সোসাইটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা তরুণ রায়। গত ২০ সেপ্টেম্বর কোচবিহারের দেবীবাড়িতে নিজের বাসভবনে শ্বেস নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৪। ক্যামেরায় ছবি তুলতে তিনি খুব ভালবাসতেন। বাড়িতেই বানিয়ে ফেলেছিলেন ছবির জন্য ল্যাব। ওনার তোলা ছবি বিভিন্ন সময় প্রকাশিত হয়েছে নামী পত্র পত্রিকায়। বাগান করার প্রতি ছিল তার দুর্বলতা।নিজের বাড়ির ছাদেই তৈরী করেছিলেন বিভিন্ন ফুল,ফল ও সবজির অসাধারন এক বাগান। কোচবিহার হার্টিকালচার সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন তিনি। গুণী এই মানুষটির মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন সমাজের বিশিষ্টজনেরা।

খাগড়াবাড়ি বুড়িরপাট ক্লাবের সুবর্ণজয়ন্তীর বর্ষের দুর্গাপুজোর থিম সং এর গায়ক বিক্রম শীলকে সংবর্ধিত করল বুড়ির পাট ক্লাব কর্তৃপক্ষ

মেগা ইন্ডাস্ট্রি ইভেন্টে ৫জি অভিজ্ঞতা প্রদান করবে ভিআই

বিজনেজ ডেস্ক: নয়াদিল্লির প্রগতিময়দানে অনুষ্ঠিত ইন্ডিয়া মোবাইল কংগ্রেস (আইএমসি) মেগা ইন্ডাস্ট্রি ইভেন্টে তথা শিল্প সম্মেলনে লাইভ ৫জি অভিজ্ঞতা প্রদান করবে দেশের শীর্ষস্থানীয় টেলিকম অপারেটর ভিআই। উল্লেখ্য, শিল্প সম্মেলনের প্রথম দিনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভারতে ৫জি চালু করার মাধ্যমে দিল্লিবাসীকে পরবর্তী প্রজন্মের ৫জি প্রযুক্তির অভিজ্ঞতা নেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছে।

ভিআই-এর বিশ্বাস ৫জি এন্টারপ্রাইজ দক্ষতা এবং উৎপাদনশীলতার জন্য শিল্প ৪.০ চালু করার মাধ্যমে ডিজিটাল অর্থনীতির বৃদ্ধিকে তরান্বিত করবে। যা ব্যবসায়ী এবং নাগরিকদের জন্য আরও স্মার্ট এবং নিরাপদ সমাধান প্রদান করবে। ৫জি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে কৃষি, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসেবার মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে রূপান্তরমূলক প্রভাব আনতে পারে। এছাড়া ইকোসিস্টেম প্লেয়ারদের সাথে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে, ভিআই আগামীকালের উদ্যোগ এবং গ্রাহকদের জন্য ভারত-নির্দিষ্ট ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিসর তৈরি করেছে। যা দিল্লিতে ভিআই ব্যবহারকারীদের জন্য আইএমসি ২০২২-এ ক্লাউড গেমিং-এর অভিজ্ঞতা প্রদান করবে।

ভোডাফোন আইডিয়া লিমিটেডের সিইও অক্ষয়মুন্দ্রা বলেন, আগামীদিনে ৫জি ইতিবাচকভাবে জনগণকে প্রভাবিত করে দেশের ডিজিটাল অর্থনীতির বৃদ্ধিকে তরান্বিত করবে।

বন্ধন ব্যাঙ্কের রিটেইল হেড হলেন শান্তনু সেনগুপ্ত

বিজনেজ ডেস্ক: শান্তনু সেনগুপ্তকে হেড – ব্যাঙ্কিং নিযুক্ত করল বন্ধন ব্যাঙ্ক। তিনি ব্যাঙ্কের ডিজিটাল রূপান্তর এজেন্ডাকে কাজে লাগানোর পাশাপাশি খুচরা / রিটেইল ব্যবসা বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার দায়িত্বে থাকবেন শান্তনু। ভারতীয় ব্যাঙ্কিং ও ফিনান্সিয়াল সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রিতে ২৭ বছরের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ শান্তনু একাধিক আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের তরফ থেকে ভারতকে নেতৃত্ব দেওয়ার পাশাপাশি দায়িত্ব সহকারে ক্লায়েন্টে ফেসিং ভূমিকাও পালন করেছেন।

ডিবিএস ব্যাঙ্ক ইন্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং কনজিউমার ব্যাঙ্কিং-এর প্রধান হিসাবে, শান্তনু "ডিবিএস দ্বারা ডিজিব্যাঙ্ক"-এর সফল প্রবর্তন এবং স্কেলিং-এর তত্ত্বাবধান করেন। উল্লেখ্য, এই ডিবিএস ব্যাঙ্ক হল ভারতের প্রথম কাগজবিহীন, স্বাক্ষরবিহীন ডিজিটাল ব্যাঙ্ক। এছাড়া তিনি ভারতে ডিবিএস ব্যাঙ্কের কনজিউমার ব্যাঙ্কিং ব্যবসা গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। বন্ধন ব্যাঙ্কের এমডি এবং সিইও চন্দ্র শেখর ঘোষ বলেন, বন্ধন ব্যাঙ্কের ব্যবস্থাপনায় শান্তনু একটি মূল্যবান সংযোজন। বন্ধন ব্যাংক রূপান্তরের শীর্ষে রয়েছে এবং আমরা এই এজেন্ডাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য শান্তনুর নেতৃত্বের অপেক্ষায় রয়েছি।

নাসডাক ১০০ ফান্ড অফ ফান্ড চালু করল অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক

বিজনেজ ডেস্ক: ভারতের অন্যতম নেতৃস্থানীয় অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি অ্যাক্সিস মিউচুয়াল ফান্ড 'অ্যাক্সিস নাসডাক ১০০ ফান্ড অফ ফান্ড' চালু করেছে। এই তহবিলটি ইটিএফ-এর ইউনিটগুলিতে বিনিয়োগ করে ন্যাসডাক ১০০-টিআরআই-এর ওপর ফোকাস করবে। যার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল ট্র্যাকিং ত্রুটির সাপেক্ষে ন্যাসডাক ১০০-টিআরআই-এর কর্মক্ষমতা ট্র্যাক করা। সাবস্ক্রিপশনের জন্য এনএফও ৭ অক্টোবর খুলে বন্ধ হবে ২১ অক্টোবর।

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্কের ওভারসিজ ইনভেস্টমেন্টস ফান্ড ম্যানেজার হিতেশ দাস এই নতুন অ্যাক্সিস নাসডাক ১০০ ফান্ড তহবিলটি পরিচালনা করেন। বলাবাহুল্য, তহবিলটি ন্যাসডাক ১০০-টিআরআই-এর বিপরীতে বেঞ্চমার্ক করা হবে। যার আবেদন প্রতি ন্যূনতম আবেদনের পরিমাণ হবে ৫০০ টাকা। বাজার মূলধনের উপর ভিত্তি করে নাসডাক ১০০ সূচকে স্টক মার্কেটের ১০০টি বৃহত্তম নন-ফিনান্সিয়াল কোম্পানি রয়েছে নাসডাক-এর। বর্তমান নাসডাক ১০০ সূচকটিতে একটি প্রযুক্তি-ভারী সূচক সহ স্বাস্থ্যসেবা, প্রযুক্তি এবং ভোক্তার মতো নতুন অর্থনীতির খাত রয়েছে। এটি বিশ্বব্যাপী নন-ফিনান্সিয়াল সংস্থাগুলির দ্বারা পরিচালিত হয় এবং বিভিন্ন দেশ থেকে তাদের রাজস্বের সিংহভাগ উৎপন্ন করে।

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্কের এএমসি, এমডি এবং সিইও চন্দ্রেশ নিগম বলেন, অ্যাক্সিস নাসডাক ১০০ ফান্ড অফ ফান্ডের সাথে আমরা বিনিয়োগকারীদের বিশ্বব্যাপী এক্সপোজার লাভের সুযোগ উপস্থাপন করছি।

টাইপ ২ ডায়াবেটিসের জন্য গ্লেনমার্কের এলওবিজি

বিজনেজ ডেস্ক: গ্লেনমার্ক হল ভারতের প্রথম কোম্পানি যারা প্রাপ্তবয়স্কদের টাইপ ২ ডায়াবেটিসের চিকিৎসার জন্য ভারতে Thiazolidinedione Lobeglitazone (0.5 mg) চালু করেছে। যা এলওবিজি ব্র্যান্ড নামে বাজারজাত করা হয়। এই এলওবিজি-তে লোবেগ্লিটাজোন (০.৫ মিলিগ্রাম) থাকায় এটি প্রাপ্তবয়স্ক ডায়াবেটিস রোগীদের গ্লাইসেমিক নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। তাই ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনের অধীনে প্রতিদিন একবার গ্রহণ করা উচিত।

বলাবাহুল্য, এর আগে গ্লেনমার্ক ১৮ বছর বা তার বেশি টাইপ ২ ডায়াবেটিক রোগীদের উপর র‍্যান্ডমাইজড, ডাবল-ব্লাইন্ড ফেজ ৩ ক্লিনিকাল ট্রায়ালের ভিত্তিতে লোবেগ্লিটাজোন তৈরি এবং বিপণনের জন্য ভারতীয় ওষুধ নিয়ন্ত্রক, ড্রাগ কন্ট্রোলার জেনারেল অফ ইন্ডিয়ার কাছ থেকে অনুমোদন পেয়েছে। এটি লোবেগ্লিটাজোনের সাথে গ্লাইসেমিক নিয়ন্ত্রণ করেছে। গ্লেনমার্ক ফার্মাসিউটিক্যালস-এর ইভিপি এবং বিজনেস হেড- ইন্ডিয়া ফর্মুলেশন অলোক মালিক বলেন, ভারতে ডায়াবেটিসের চিকিৎসার জন্য একটি নেতৃস্থানীয় সমাধান প্রদানকারী হিসাবে এলওবিজি আনতে পেরে আমরা গর্বিত।

৫জি নেটওয়ার্ক চালু করল ভিআইএল

বিজনেজ ডেস্ক: আজ দিল্লিতে ভোডাফোন আইডিয়া লিমিটেড(ভিআইএল) ইন্ডিয়া মোবাইল কংগ্রেস লাইভ-এ ৫জি নেটওয়ার্ক চালু করেছে। দিল্লির প্রগতি ময়দানে অনুষ্ঠিত ইন্ডিয়া মোবাইল কংগ্রেস থেকে ভিআই ৫জি লাইভ নেটওয়ার্কে প্রথম কল করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভিআই – এর ৫জি অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর সাথে উপস্থিত ছিলেন কুমার মঙ্গলম বিড়লা, চেয়ারম্যান, আদিত্য বিড়লা গ্রুপ প্রমুখ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নতুন দিল্লির প্রগতি ময়দানে অনুষ্ঠিত ইন্ডিয়া মোবাইল কংগ্রেস থেকে ভিআই ৫জি লাইভ নেটওয়ার্কে প্রথম কল করেন। তিনি কলটি করেন দ্বারকায় দিল্লি মেট্রোর নির্মাণাধীন টানেলে উপস্থিত লেফটেন্যান্ট গভর্নর বিনাই কুমার সাক্সেনাকে। যিনি সাইটে একজন কর্মীর সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মতবিনিময়ে সাহায্য করেন।হাই-স্পিড আল্ট্রা-লো লেটেন্সি ৫জি নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে, ভিআই প্রধানমন্ত্রীকে দেখিয়েছে যে ভারতে টানেল, আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়ার্কিং

সাইট, মাইন ইত্যাদির মতো গুরুত্বপূর্ণ নির্মাণ সাইটগুলির তত্ত্বাবধানে কর্মীদের নিরাপত্তা এবং দক্ষতার জন্য ৫জি প্রযুক্তি কীভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

আদিত্য বিড়লা গ্রুপের চেয়ারপার্সন কুমার মঙ্গলম বিড়লা বলেন, ডিজিটাল যুগে ভারতকে একটি বৈশ্বিক পরাশক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ৫জি ভিআই-এর প্রথম পদক্ষেপ ভারতের নতুন প্রজন্মের প্রযুক্তি ওডিসির একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।

প্রাইম সদস্যদের জন্য অ্যামাজনের প্রাইম ফ্রাইডে

বিজনেজ ডেস্ক: গ্রেট ইন্ডিয়ান ফেস্টিভ্যালের প্রাইম সদস্যদের জন্য 'প্রাইম ফ্রাইডে' ঘোষণা করল অ্যামাজন ইন্ডিয়া। মাসব্যাপী উৎসব উদযাপনে অ্যামাজনের প্রাইম সদস্যরা ৭ অক্টোবর থেকে শপিং সহ বিনোদনের ক্ষেত্রেও আশ্চর্যজনক অফার পাবেন। উল্লেখ্য, ৭ অক্টোবর মধ্যরাত থেকে এই অফার শুরু হবে। তারপরে মাসের প্রতি শুক্রবার এই গ্রেট ইন্ডিয়ান ফেস্টিভ্যাল (জিআইএফ) চলাকালীন প্রাইম সদস্যরা বিশেষ অফার উপভোগ করতে পারবেন।

প্রাইম ফ্রাইডে প্রতি শুক্রবার সেরা অফার নিয়ে আসবে। প্রাইম সদস্যরা স্মার্টফোন, কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স, টিভি, অ্যাপ্লায়েন্স, অ্যামাজন ডিভাইস, ফ্যাশন, বাড়ি এবং রান্নাঘর, আসবাবপত্র সহ বিভিন্ন বিভাগে বিশেষ অফার পাবেন। প্রাইম ফ্রাই ডে-তে পছন্দসই জিনিষপত্র কেনার জন্য গ্রাহকরা ইএমআই-এর সুবিধাও পাবেন। এছাড়াও প্রাইম ফ্রাই ডে-তে রয়েছে এক্সক্লুসিভ ক্যাশব্যাক এবং বিনামূল্যে ডেলিভারি অফার সহ আরও অনেক কিছু।প্রাইম ফ্রাইডেতে অ্যামাজনের প্রাইম সদস্যরা যাঁরা অ্যামাজন পে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের ক্রেডিট কার্ডে সাইন আপ করবেন তাঁরা কেনাকাটার ওপর ৫% ফেরত সহ ২,৫০০ টাকার পুরস্কারও পাবেন। প্রাইম মেম্বাররা ফ্লাইট টিকিটে ন্যূনতম ১০% ইনস্ট্যান্ট ডিসকাউন্ট পাবেন।

নতুন বিভাগে প্রবেশের জন্য রিব্র্যান্ডিং ইনড্রাইভার

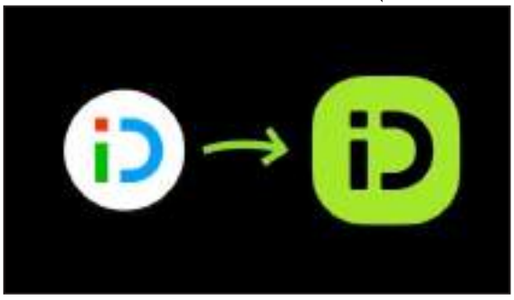

বিজনেজ ডেস্ক: যাত্রী পরিষেবার কথা মাথায় রেখে তথা ইনড্রাইভার থেকে ইনড্রাইভ হয়ে ওঠার জন্য রিব্র্যান্ডিং করছে ইনড্রাইভার। ২০১২ সালে লঞ্চ হয়েছিল ইনড্রাইভার। বিশ্বব্যাপী চার মিলিয়নেরও বেশি দৈনিক ব্যবহারকারীর লেনদেনের মাধ্যমে ইনড্রাইভার আজ একটি পরিষেবাতে পরিণত হয়েছে। অ্যাপটি পাঁচটি মহাদেশের ৪৭টি দেশের ৭০৭টি শহরে উপলব্ধ।

উল্লেখ্য, প্লে মার্কেট এবং অ্যাপস্টোরে মাসিক ইনস্টলের পরিপ্রেক্ষিতে রাইড-হেলিং পরিষেবার মাধ্যমে মোট ১৫০ মিলিয়নেরও বেশি ডাউনলোড সহ বিশ্বে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ইনড্রাইভার। ইনড্রাইভার হল মূলত ইন্ডিপেনডেন্ট ড্রাইভার। যা কোম্পানির অন্যায়কে চ্যালেঞ্জ করার লক্ষ্যে তৈরি করা হয়েছে।

রিব্র্যান্ডিং-এর মাধ্যমে রাইড-হেলিং ইনড্রাইভ একটি নতুন কৌশলগত বিভাগে প্রবেশ করবে। যা-ফিনটেক, ফুড ডেলিভারি, ই-কমার্স, সেইসাথে বড় মাপের অলাভজনক উন্নয়ন কর্মসূচী বিকাশ করবে। রাইড-হেলিং ইনড্রাইভের ডিরেক্টর রোমান এরমোশিন বলেন, রিব্র্যান্ডিংয়ের পাশাপাশি আমরা শীঘ্রই আমাদের প্রথম বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞাপন প্রচারও চালু করব।

উৎসবের মরশুমে ফিট থাকতে ইয়াসমিন করাচিওয়ালার বিশেষ টিপস

বিজনেজ ডেস্ক: উৎসবের মরসুমে সম্পূর্ণরূপে ফিট থাকতে সুপরিচিত ফিটনেস এবং সেলিব্রিটি মাস্টার প্রশিক্ষক ইয়াসমিন করাচিওয়ালা নিম্নলিখিত টিপসগুলি অনুসরণ করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়: উৎসবের স্ন্যাকসের বিকল্প হিসেবে আমন্ড বাদাম অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর। স্ন্যাকস মানেই ভাজা ও লবণ যুক্ত খাবার। তাই তৈলাক্ত এবং ভাজা স্ন্যাকস এড়াতে ইয়াসমিনের প্রথম পরামর্শ হল এগুলিকে আমন্ড বাদাম জাতীয় স্বাস্থ্যকর বিকল্প দিয়ে প্রতিস্থাপন করা।

বাদাম একটি সুস্বাদু স্ন্যাক এবং স্বাস্থ্যের জন্য বিশেষ উপকারী। এছাড়া যাঁরা খাবার নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পছন্দ করেন তাঁরা বাদামের পরিবর্তে রসম স্পাইকড বাদাম বা চান্না মাসালা বাদাম তৈরি করতে পারেন। যা স্ন্যাকস হিসেবে যথেষ্ট পুষ্টিকর এবং সুস্বাদু।ডেজার্টের বদলে ডার্ক চকলেট খাওয়ার পরামর্শ দেন ইয়াসমিন করাচিওয়ালা।এক্ষেত্রে বরফি বা গুলাব জামুনের মতো সাধারণ মিষ্টির বিকল্প হিসেবে ডার্ক চকোলেটের মতো অপ্রচলিত মিষ্টি বেছে নেওয়া যেতে পারে। ইয়াসমিন করাচিওয়ালা বলেন, যে কোনো খাবার ভাজা হলে তা প্রচুর পরিমাণে চর্বি শোষণ করে এবং শেষ পর্যন্ত তা উচ্চ ক্যালরিযুক্ত খাবারে পরিণত হয়। তাই ভাজার পরিবর্তে গ্রিল করা খাবার বেছে নেওয়া প্রয়োজন।

টাইপ ২ ডায়াবেটিসের জন্য গ্লেনমার্কের এলওবিজি

বিজনেজ ডেস্ক: গ্লেনমার্ক হল ভারতের প্রথম কোম্পানি যারা প্রাপ্তবয়স্কদের টাইপ ২ ডায়াবেটিসের চিকিৎসার জন্য ভারতে Thiazolidinedione Lobeglitazone (0.5 mg) চালু করেছে। যা এলওবিজি ব্র্যান্ড নামে বাজারজাত করা হয়। এই এলওবিজি-তে লোবেগ্লিটাজোন (০.৫ মিলিগ্রাম) থাকায় এটি প্রাপ্তবয়স্ক ডায়াবেটিস রোগীদের গ্লাইসেমিক নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। তাই ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনের অধীনে প্রতিদিন একবার গ্রহণ করা উচিত।

বলাবাহুল্য, এর আগে গ্লেনমার্ক ১৮ বছর বা তার বেশি টাইপ ২ ডায়াবেটিক রোগীদের উপর র‍্যান্ডমাইজড, ডাবল-ব্লাইন্ড ফেজ ৩ ক্লিনিকাল ট্রায়ালের ভিত্তিতে লোবেগ্লিটাজোন তৈরি এবং বিপণনের জন্য ভারতীয় ওষুধ নিয়ন্ত্রক, ড্রাগ কন্ট্রোলার জেনারেল অফ ইন্ডিয়ার কাছ থেকে অনুমোদন পেয়েছে। এটি লোবেগ্লিটাজোনের সাথে গ্লাইসেমিক নিয়ন্ত্রণ করেছে।

গ্লেনমার্ক ফার্মাসিউটিক্যালস-এর ইভিপি এবং বিজনেস হেড-ইন্ডিয়া ফর্মুলেশন অলোক মালিক বলেন, ভারতে ডায়াবেটিসের চিকিৎসার জন্য একটি নেতৃস্থানীয় সমাধান প্রদানকারী হিসাবে এলওবিজি আনতে পেরে আমরা গর্বিত।

কার্বন কমাতে টয়োটার পাইলট প্রকল্প চালু

বিজনেজ ডেস্ক: ২০১৫ সালে, টয়োটা তার বিশ্বব্যাপী পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ ২০৫০ ঘোষণা করেছিল। যা প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রতিটি দেশের প্রয়োজনীয়তা এবং প্রেক্ষাপটের উপর ভিত্তি করে টয়োটা এমন এক প্রযুক্তি তৈরি করেছে যাতে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমিয়ে কার্বন কমানো যায়। এই চ্যালেঞ্জ সম্পূর্ণ করতে টয়োটা আজ দিল্লিতে ফ্লেক্সি-ফুয়েল স্ট্রং হাইব্রিড ইলেকট্রিক যান প্রযুক্তির পাইলট প্রকল্প চালু করল।

সবচেয়ে উপযুক্ত সমাধানগুলির মধ্যে একটি হল ইথানল। যা কার্বন নির্গমনকে উল্লেখযোগ্যভাবে কমাতে পারে। ভারত ইতিমধ্যে নির্ধারিত সময়ের পাঁচ মাস আগে ১০% ইথানল মিশ্রণ অর্জন করেছে। ২০২৫-২৬ সালের মধ্যে পেট্রোলে ২০% ইথানল মিশ্রনের কারণে বাস্তবে ৮৬ মিলিয়ন ব্যারেল গ্যাসোলিনের বিকল্প হবে বলে আশা করা হচ্ছে। যার ফলে ৩০,০০০ কোটি টাকা, সেইসাথে ১০ মিলিয়ন টন কার্বন নিঃসরণ কমবে।

লঞ্চের সময় পাইলট প্রকল্পের জন্য টয়োটা ব্রাজিল থেকে আমদানি করা টয়োটা করোলা Altis FFV-SHEV/ অলটিস এফএফভি-এসএইচইভি উন্মোচন করে। এই উদ্যোগটি টয়োটার স্ট্রং হাইব্রিড বৈদ্যুতিক যানবাহন প্রযুক্তির ইথানলের প্রচার এবং সচেতনতা তৈরির জন্য টয়োটার প্রথম পদক্ষেপ। যা ২০৭০ সালের মধ্যে ভারতকে কার্বন নেট-জিরো স্বনির্ভরতা অর্জনে সাহায্য করবে।

আলোর উৎসবে দ্য বডি শপের উপহার

বিজনেজ ডেস্ক: আলোর উৎসব দিওয়ালি এসে পড়েছে। ভারতে আনন্দঘন এই উৎসবে সকলে মেতে ওঠেন প্রিয়জনদের সঙ্গে নিয়ে, সেইসঙ্গে চলে উপহার বিনিময়।

পছন্দসই ভাল উপহার খুঁজে পাওয়া বেশ শক্ত। এজন্য ব্রিটেন-ভিত্তিক ইন্টারন্যাশনাল পার্সোনাল কেয়ার ব্র্যান্ড 'দ্য বডি শপ' এগিয়ে এসেছে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে। তাদের পার্সোনাল কেয়ার প্রোডাক্ট রেঞ্জ হতে পারে উৎসবের সেরা উপহার: (১) দ্য বডি শপ বেরি ডুও গিফট সেট – এতে রয়েছে ২০০মিলি স্ট্রবেরি বডি ইয়োগহার্ট, ২৫০মিলি বেরি বাথ ব্লেন্ড ও বাথ অ্যাক্সেসরি – ৩১৯৫ টাকা, (২) দ্য বডি শপ ব্রিটিশ রোজ বিউটি ব্যাগ – এতে রয়েছে ৬০মিলি শাওয়ার জেল, ৫০মিলি বডি বাটার, ৩০ মিলি হ্যান্ড ক্রিম – ১৩৯৫ টাকা,(৩) দ্য বডি শপ ব্রিটিশ রোজ ডিলাক্স গিফট সেট – এতে রয়েছে ২৫০মিলি শাওয়ার জেল, ২০০মিলি বডি বাটার, ৩০মিলি হ্যান্ড ক্রিম, ১০০মিলি এউ ডি টয়লেট – ৫৮৪৫ টাকা, (৪) দ্য বডি শপ মেনস শেভিং কিট – এতে রয়েছে ১৫০মিলি ম্যাকা রুট অ্যান্ড অ্যালো ভেরা শেভিং জেল, ১৬০মিলি ম্যাকা রুট অ্যান্ড অ্যালো ভেরা পোস্ট-শেভ জেল – ২৮৯৫ টাকা।

পশ্চিমবঙ্গের বাজার ধরতে প্রেগা নিউজের দশভুজা

বিজনেজ ডেস্ক: দুর্গাপূজা উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গে ব্যবসার বাড়াতে দশভুজা ইভেন্টের আয়োজন করে প্রেগা নিউজ। এই প্রেগা নিউজ হল ম্যানকাইন্ড ফার্মার হাউসের অন্তর্গত প্রেগনেন্সি সনাক্তকরণ কিট। অনুষ্ঠানটি ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ১ অক্টোবর পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের ৯ টি জেলায় আয়োজন করা হয়েছিল। এই নয়টি জেলা হল – কলকাতা, হাওড়া, চন্দননগর, বর্ধমান, দুর্গাপুর, আসানসোল, বহরমপুর, মালদা এবং শিলিগুড়ি। প্রতিটি জেলা থেকে মোট ৪টি প্যান্ডেল তথা ফাইনালের যোগ্যতা অর্জনের জন্য মোট ৩৬টি প্যান্ডেল ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। ৭ অক্টোবর কলকাতার জেডব্লিউ ম্যারিয়টে একটি গ্র্যান্ড ফিনালেতে বিজয়ীরদের হাতে ট্রফি সহ নগদ পুরস্কার এবং একটি গুডি ব্যাগ তুলে দেওয়া হয়।

ইভেন্টের ফোকাস ছিল পশ্চিমবঙ্গের বাজারে অনুপ্রবেশের জন্য প্রেগানিউজ সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে যতটা সম্ভব সচেতনতা তৈরি করা। এই বছর ৩৬০টি প্যান্ডেল এন্ট্রির অনুমতি দেওয়া হয়। পরের বছর ৫০০ টিরও বেশি এন্ট্রি সহ ফাইনালিস্টের সংখ্যা ৫০টি প্যান্ডেলে নিয়ে যেতে চায় প্রেগানিউজ। প্রেগানিউজের অ্যাসোসিয়েট ভাইস প্রেসিডেন্ট, সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং জয় চ্যাটার্জি বলেন, আমাদের লক্ষ ছিল গ্রামীণ এলাকার বৃহত্তর নারী সমাজের প্রতিভাকে উৎসাহিত করা।

সাব-জুনিয়র এশিয়া কাপ ভারতীয় দলে জলপাইগুড়ির সম্প্রীতি

জলপাইগুড়িঃ সাব-জুনিয়র এশিয়া কাপ ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় ভারতীয় দলে সুযোগ পেল জলপাইগুড়ির সম্প্রীতি পাল। হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত এক টুর্নামেন্টের মাধ্যমে সিলেকশন ট্রায়ালের আয়োজন করা হয়। সেখানেই সেমিফাইনালে ওঠার জন্য ভারতীয় দলে ডাক পায় জলপাইগুড়ি সেন্ট পলস উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্রী সম্প্রীতি। উল্লেখ্য ২৯ নভেম্বর থেকে ৪ ডিসেম্বর থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে সাব-জুনিয়র এশিয়া কাপ ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশীপ। ১৫ বছরের সম্প্রীতি আট বছর বয়স থেকেই বেঙ্গালুরুতে প্রকাশ পাড়ুকোন ব্যাডমিন্টন অ্যাকাডেমিতে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। মা মধুমিতা পাল জলপাইগুড়ির একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের টিচার ছিলেন। কিন্তু সম্প্রীতি যাতে ব্যাডমিন্টন সাফল্য পায় সেজন্য তিনি চাকরি ছেড়ে মেয়েকে নিয়ে বর্তমানে বেঙ্গালুরুতে থাকেন। অ্যাকাডেমিতে সকাল ছয়টা থেকে নয়টা পর্যন্ত এবং দুপুর ২টা থেকে বিকেল ছয়টা টানা অনুশীলন চলে। সম্প্রীতি জানায় এখানে অনুশীলন চলাকালীন কয়েকদিন প্রকাশ পাড়ুকোনের কাছ থেকে প্রশিক্ষণ নেওয়ার সুযোগ হয়েছিল। অল ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টনের প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন প্রকাশ পাড়ুকোন বলেন, সম্প্রীতি পাল লম্বা রেসের ঘোড়া। ছোট্ট এই মেয়েটিকে দেখেই আমার মনে হয়েছিল সম্প্রীতি দেশকে অনেক কিছু দিতে পারে। তাই ওর প্রতি আমার অ্যাকাডেমির কোচদের আলাদা দৃষ্টি রয়েছে। উল্লেখ্য, বেঙ্গালুরুতে যাওয়ার আগে জলপাইগুড়ির ইনডোর প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনে প্র্যাকটিস করত। তখন তার কোচ ছিল বাংলার প্রাক্তন খেলোয়াড় অরুপ বৈদ্য। তিনি জানান, সাব-জুনিয়র এশিয়া কাপের আগে ১৪ থেকে ২৫ নভেম্বর ছত্রিশগড়ের রায়পুরে ভারতীয় দলের শিবির হবে। সেখান থেকেই থাইল্যান্ডে উড়ে যাবে সম্প্রীতিরা। এছাড়া ১৫-২১ নভেম্বর ভুবনেশ্বরে অনুষ্ঠিত জাতীয় ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় অনুর্ধ্ব ১৫ ও ১৭ বিভাগে অংশ গ্রহণ করবে সম্প্রীতি।

ঐতিহ্য ধরে রাখতে ৩৫ বছর ভোটাবাড়িতে ফের কাবাডির আসর

মেখলিগঞ্জঃ এখন বর্তমান প্রজন্মের একটা বড় অংশ বন্ধ মোবাইলে। যার বড় উদাহরণ হল মেখলিগঞ্জ ব্লকের বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী গ্রামগুলো। একসময় এখানে কাবাডির ব্যাপক জনপ্রিয়তা ছিল। প্রতিবছর বসত খেলার আসর। সেখানে দুই বাংলার মানুষই অংশগ্রহণ করতেন। মোবাইলের বন্দী জীবনে এখন সেইসব ছবি উধাও। আজ ৩৫ বছর হল গ্রামে বন্ধ হয়ে গেছে খেলার আসর। বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে কাবাডি খেলার লেশমাত্র নেই। যা নিয়ে মন খারাপ এলাকার প্রবীণ বাসিন্দাদের। তাই একসময়ের হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্য ফেরাতে এগিয়ে আসেন স্থানীয়রা গঠিত হয় ভোটাবাড়ি হাডুডু (কাবাডির পূর্বতন নাম) পরিচালন কমিটি। মূলত তাঁদের উদ্যোগেই ১৬ অক্টোবর ভোটাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৭৭ নিজতরফ ধনীরবাড়ি এলাকায় বসল কাবাডির আসর। মোট আটটি দল এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। উদ্যোক্তা আব্দুল কাদের বলেন, এক সময় সিমান্তবর্তী গ্রামগুলিতে এই খেলার ব্যাপক প্রচলন ছিল। পুরানো ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনতেই এই আয়োজন। স্থানীয় ভোটাবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আসেব আলি স্মৃতি নক আউট কাবাডি প্রতিযোগিতা শুরুর আগে একটি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের সূচনা করেন কবি সাহিত্যিক মৌলানা সাহিদুল ইসলাম।

শিলিগুড়ির পূজার সফলতায় করোনাকালের বিশেষ ভূমিকা

ন্যাশনাল গেমসে অ্যাথলেটিক্সে পশ্চিমবঙ্গের হয়ে একমাত্র পদক জিতেছিলেন পূজা প্রামাণিক। দুই সপ্তাহ পেরোনোর পরও দিনমজুরের মেয়ের সাফল্যকে কুর্নিশ জানাতে তৎপর হয়ে উঠেছে শিলিগুড়ির বিভিন্ন ক্রীড়া সংগঠনগুলি। ১৭ অক্টোবর দার্জিলিং জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থা ও অগ্রগামী সংঘের তরফ থেকে পূজা ও তাঁর কোচ মনোজ দাসকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। কোচ মনোজ দাস জানান, করোনাকাল পূজার জীবনে আশীর্বাদ হয় নেমে আসে। কারণ ঐ সময়টা একা অনুশীলনের সুযোগটাই আজ পূজাকে তাঁর সাফল্যের রাস্তা তৈরি করে দিয়েছে। কোচের পাশে দাঁড়িয়ে পূজা বলেন, করোনাকাল বাইরে বেরোনো বন্ধ থাকা সত্ত্বেও নানা প্রতিকূলতা জয় করে তিনি প্র্যাকটিস চালিয়ে গেছেন। এজন্য বেশ কয়েকবার পুলিশের কাছে তাড়াও খেতে হয়ে। কোন কোন পুলিশ এড়াতে পোড়াঝাড়ে স্যান্ড ট্রেনিংয়ে চলে যেতাম। সেখানে একাই অনুশীলন করতাম। কোচ মনোজ দাস বলেন, প্রতিদিনের এই ৩-৪ ঘণ্টার একা অনুশীলনটা প্রয়োজন ছিল তাঁর ছাত্রীর। তিনি বলেন, আসলে খেলার ছলেই কাওয়াখালিতে ব্লু ডায়মন্ড অ্যাথলেটিক কোচিং সেন্টারে যোগ দিইয়েছিল পূজা। শুরুতে জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় নামবে এমন কোন ভাবনা ছিল না তার। কিন্তু ২০১৯ সালে ন্যাশনাল গেমসে রেস ওয়াকিং-এ চতুর্থ হওয়ার পরই মনে হয়েছিল ও পারবে। এরপর করোনাকালে প্রাকটিস করে ২০২১ সালের সত্তরতম ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট সিনিয়র অ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়নশিপে ২০ কিলোমিটার রেস ওয়াকিং-এ রূপো জেতে পুজা। এরপর ন্যাশনাল গেমসে ব্রোঞ্জ জয়। তার কৃতিত্বকে স্বীকৃতি দিতেই মহিলা ক্রীড়া সংস্থার তরফে ট্র্যাকশুট, স্মারক ও মিষ্টির প্যাকেট তুলে দেন সভাপতি পরিতোষ চক্রবর্তী, সচিব মিনতি সেন প্রমুখ। অগ্রগামীর পক্ষ থেকে স্মারক ও দশ হাজার টাকা পুজার হাতে তুলে দেওয়া হয়।

হুবলিতে কাইজেনে ১১ পদক

১৪ থেকে ১৬ অক্টোবর কর্ণাটকের হুবলিতে অনুষ্ঠিত অল ইন্ডিয়া ওপেন ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাইজেন ক্যারাট-ডু অ্যাসোসিয়েশনের ঘরে ১১টি পদক এসেছে। ছেলেদের অনুর্ধ্ব ১৬ বিভাগে কাতোতে ও কুমি ক্যাটাগরিতে সোনা ও ব্রোঞ্জ জিতেছে ধ্রুব গোয়েল। ছেলেদের অনুর্ধ্ব ১৪ বিভাগে কুমিতে ব্রোঞ্জ পেয়েছে গুরমান সিং। মেয়েদের ওপেন বিভাগে কুমিতে ব্রোঞ্জ পেয়েছে পূজা ওরাঁও। ছেলেদের অনুর্ধ্ব ১২ বিভাগে কাতোতে বোঞ্জ জিতেছে দীপাংশু ভৌমিক । অনুর্ধ্ব ১৩ বিভাগে বোঞ্জ জিতেছে আয়ুষ নন্দী। অনুর্ধ্ব ১১ বিভাগে ব্রোঞ্জ জিতেছে কিফ চৌধুরী। মেয়েদের অনুর্ধ্ব ১৪ বিভাগে ব্রোঞ্জ জিতেছে এবং ছেলেদের অনুর্ধ্ব ১৫ বিভাগে ব্রোঞ্জ জিতেছে ধীরাজ ঠাকুর।

কোচবিহারের ফুটবল লিগ চ্যাম্পিয়ন কে? জানতে বল গড়াল আইএফএর কোর্টে

পার্থ নিয়োগীঃ কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থা আয়োজিত হরেন্দ্রচন্দ্র রক্ষিত ট্রফি সুপার লিগ ফুটবলের চ্যাম্পিয়ন কে ? সেটা জানতে আইএফএর দারস্থ হল কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থা। উল্লেখ গত ২৬ সেপ্টেম্বর কোচবিহার রাজবাড়ি স্টেডিয়ামে লিগের শেষ ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল কোতয়ালি পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব এবং নিউটাউন ইউনিট। এদিন যে দল জিতবে সেই হবে লিগ চ্যাম্পিয়ন। এই অবস্থায় খেলতে নেমে পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব ৩-০ গোলে নিউটাউন ইউনিট কে পরাজিত করে। কিন্তু গোল বাঁধে অন্যখানে। দ্বিতীয়ার্ধে পুলিশের একজন প্লেয়ার লালকার্ড দেখেন। উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাকে লাল কার্ড দেখান হয় বলে রেফারির বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে পুলিশ দল মাঠ থেকে বেড়িয়ে যায়। এরপর ক্রীড়া সংস্থার অনুরোধে পুলিশ দল আবার মাঠে নামে। এবং শেষ পর্যন্ত দশজনে খেলেই জয় লাভ করে পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব। কিন্তু ম্যাচ শেষে নিউটাউন ইউনিট দল অভিযোগ জানাবার কারনে চ্যাম্পিয়ন দলের নাম ঘোষনা করে জেলা ক্রীড়া সংস্থা। এক্ষেত্রে নিউটাউন দলের বক্তব্য আইএফএ এর নিয়ম অনুযায়ী ম্যাচের মাঝে কোনও দলের প্রতিটি খেলয়াড় মাঠ ছেড়ে বেড়িয়ে গেলে সেই দলকে সাসপেন্ড করা হয়। আর পুলিশের প্রত্যেকে খেলয়াড় এদিন খেলা চলাকালীন মাঠ ছেড়ে বেড়িয়ে যাবার কারনে পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব কে সাসপেন্ড করার দাবি করাহয় নিউটাউন ক্লাবের তরফে। এই নিয়ে জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিবের কাছে একটি অভিযোগপত্র জমা দেয় নিউটাউন ইউনিট। যদিও পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাবের বক্তব্য যদি সাসপেন্ড করতে হয় তাহলে যখন তারা মাঠ থেকে বেড় হয়েছিল তখন কেন তাদের সাসপেন্ড করা হলনা ? পরবর্তীতে তাদের দিয়ে কেন খেলান হল ? আর নিউটাউনই বা তখন কেন অভিযোগ করলনা ? এই জটিলতার কারনে জেলা ক্রীড়া সংস্থার তরফে লিগের চ্যাম্পিয়ন দলের নাম ঘোষনা করা হয়নি। নিউটাউনের এই অভিযোগ নিয়ে গত ১৬ অক্টোবর জেলা ক্রীড়া সংস্থার ফুটবল সাব কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন। ফুটবল সাব কমিটির প্রত্যেক সদস্য নিজেদের মতামত ব্যক্ত করেন। সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সমগ্র বিষয় টি আইএফএ এর গোচরে আনার এবং জেলা ক্রীড়া সংস্থার কার্যকারী সমিতির সিদ্ধান্তর জন্য আবেদন পাঠাবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ফলে কোচবিহারের ফুটবল লিগ চ্যাম্পিয়ন কে এটা জানার জন্য আরও কিছুদিন অপেক্ষায় থাকতে হবে।

আন্তঃকলেজ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন বিরসামুন্ডা

শিলিগুড়িঃ উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের দাজু সেন মেমোরিয়াল ট্রফি আন্তঃকলেজ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল হাতিঘিসার বিরসামুন্ডা কলেজ। ১৯ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে অনুষ্ঠিত ফাইনাল খেলায় বিরসামুন্ডা ১-০ গোলে হারিয়ে দেয় শহিদ ক্ষুদিরাম কলেজকে। এই একমাত্র গোলটি করেন ফাইনাল খেলার সেরা প্লেয়ার বিভাস সাওয়ারিয়া। বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলেদেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ওমপ্রকাশ মিশ্র, বিজ্ঞান বিভাগের ডিন অধ্যাপক সুভাষচন্দ্র রায়, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মনোরঞ্জন সিংহ, সচিব সুরজিৎ দাস প্রমুখ। প্রথম টাইব্রেকারে ৩-১ গোলে ফালাকাটা কলেজের বিরুদ্ধে জয় পায় বিরসামুন্ডা। নির্ধারিত সময় পর্যন্ত ম্যাচ ১-১ ছিল। গোল করেন বিরসার বিভাস ও ফালাকাটার সুভাষ ওরাঁও। দ্বিতীয় সেমি ফাইনালে ক্ষুদিরাম টাইব্রেকারে ৩-১ গোলে ঘোষপুকুর কলেজকে হারিয়েছে। দ্বিতীয় সেমি ফাইনালেও নির্ধারিত সময় পর্যন্ত ম্যাচ ১-১ ছিল। গোল করেন ক্ষুদিরামের অধীর নার্জারি ও ঘোষপুকুরের অনিমেষ মল্লিক।

শিলিগুড়িতে ক্রিকেট মাঠের সমস্যা মেটাতে মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ মহকুমা ক্রীড়া পরিষদ

মাঠে বড়বড় ঘাস কাটতে ও এবরো-খেবড়ো জমি সমান করতে নাকাল হচ্ছেন কর্মীরা। শিলিগুড়ির উপকণ্ঠে চাঁদমণি মাঠের বর্তমান পরিস্থিতি এটাই। এই মাঠেই ১ নভেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট ম্যাচ। পর্ষদের কর্মকর্তারা জানান, শিলিগুড়িতে ক্রিকেট মাঠের অভাবে খেলা শুরু করতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে তাঁদের। ক্রীড়া পরিষদের ক্রিকেট সচিব মনোজ বর্মা জানান, শিলিগুড়িতে ক্রিকেট মাঠের দাবি জানিয়ে এরআগেও মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দেওয়া হয়েছিল। এবারও গৌতম দেবের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা চলছে। মনোজ বর্মা বলেন, ঋদ্ধিমান সাহার পর রিচা ঘোষ, ভারতীয় ক্রিকেটের উজ্জ্বল নক্ষত্র। এঁরা শিলিগুড়ি থেকে উঠে এসেছেন। অথচ উপযুক্ত ক্রিকেট মাঠ নাথাকায় সমস্যায় পড়েছেন নতুন প্রতিভারা। তাই দিদির কাছে অনুরোধ তিনি যেন শিলিগুড়িতে ক্রিকেট মাঠের সমস্যার প্রতি নজর দেন। কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম হল একটি ফুটবল খেলার স্টেডিয়াম। কিন্তু মাঠের সমস্যা থাকায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ক্রিকেটের ফাইনাল ও সেমি ফাইনাল ম্যাচ গুলি কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে হয়। এর ফলে প্রায়ই মাঠ নষ্ট হয়ে যাওয়ার অভিযোগ ওঠে। ফলে শহর সংলগ্ন গ্রামীণ এলাকায় পরিকাঠামো না থাকলেও একটি-দুটি মাঠে ক্রিকেটের প্রথম ও সুপার ডিভিশনের খেলাগুলি হয়। কিন্তু মাঠের পরিস্থিতি খারাপ থাকায় খেলোয়াড়রা ভীষণ ভাবে ক্ষুব্ধ। ক্রীড়া পরিষদ সূত্রের খবর এই চাঁদমণি মাঠে গত তিন বছর কোন খেলা হয়নি। এবার সেখানেই প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লীগে ২১টি ক্লাব অংশ গ্রহণ করবে। সুপার সিক্সের খেলাগুলি হয়তো কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে হতে পারে। তাই চাঁদমণির মাঠ সংস্কারের জন্য শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবকে জানানো হয়েছে। এদিকে পরিষদ সূত্রে জানা গেছে, ডিসেম্বরের প্রথম দিকে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে সুপার ডিভিশন লীগ করার অনুমতি চাওয়া হয়েছে। সেই অনুমতি যদি না পাওয়াযায় তাহলে মাঠের সমস্যা আরও বাড়বে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কতৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96